জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

বন্ধ জুটমিল

পুজোর আগে বন্ধ হল টিটাগড়ের লুমটেক্স জুটমিল। গত মঙ্গলবার সকালে কাজে যোগ দিতে এসে নোটিশ দেখতে পান শ্রমিকরা। ফলে হাজারের বেশি মানুষ কর্মহীন। প্রশাসন নিরুত্তাপ। বকেয়া পাওনা আদৌ দেওয়া হবে কিনা সে নিয়েও নানা প্রশ্ন

সক্রিয় নিম্নচাপ

গরম থেকে রেহাই মিলবে। দক্ষিণবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। রবিবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলাতে। নিম্নচাপ অক্ষরেখা সক্রিয়। ৮ জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা

আগুন আতঙ্ক আবারও কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে

ফের বিশ্বভারতীর পাঠভবনের আবাসিকদের খাবারে পোকা

বর্ষ - ২২, সংখ্যা ১০৮ • ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ • ৩১ ভাদ্র ১৪৩৩ • শুক্রবার • দাম - ৪ টাকা • ১৬ পাতা • Vol. 22, Issue - 108 • JAGO BANGLA • FRIDAY • 18 SEPTEMBER, 2026 • 16 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA

শ্রীরামপুরেই সভা, অনুমতি দিল হাইকোর্ট

প্রতিবেদন : সত্যের জয়! শ্রীরামপুর কোর্ট ময়দানে তৃণমূল কংগ্রেসের জনসভার অনুমতি দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। শ্রীরামপুরে তৃণমূলের এই জনসভা যেনতেনপ্রকারেণ আটকাতে প্রথম থেকেই নানা রকমের ষড়যন্ত্র করেছিল বিজেপি সরকার। নানা অছিলায় জনসভাটি আটকাতে চাইছিল তারা। কিন্তু শেষপর্যন্ত আদালত তাদের ষড়যন্ত্র, অপচেষ্টা বানচাল করে দিল। সভায় থাকার কথা নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

আদালত জানিয়েছে, ২৬ সেপ্টেম্বর, শনিবার তৃণমূল কংগ্রেস সভা করতে পারবে। পুলিশের পক্ষ থেকে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। মিটিং করতে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে। বৃহস্পতিবার অসিত মজুমদারের করা মামলার শুনানি চলাকালীন এজলাসে তৃণমূলের আইনজীবীর সঙ্গে রাজ্যের অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল বিল্বদল ভট্টাচার্যের তুমুল বাদানুবাদ হয়। শ্রীরামপুরের আইসি-র ভূমিকা ও পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার সমালোচনা করে তৃণমূলের আইনজীবী দাবি করেন, শুভেন্দু অধিকারী সাংবাদিক বৈঠকে

থাকার কথা নেত্রীর

হুঙ্কার দিয়েছিলেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাড়ি থেকেই বেরোতে দেওয়া হবে না! সেই কারণেই উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সভা আটকানোর চক্রান্ত চলছে। বিচারপতি বলেন, আপনারা অন্য কোনও জায়গায় কি মিটিং করতে চাইছেন? আপনাদের পছন্দের জায়গা গুরুত্ব দেবে আদালত। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিচারপতি বলেন, আপনি শ্রীরামপুর লোকসভার সাংসদ ফলে আপনার থেকে ভাল কেউ জানেন না। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন আমরা অন্য কোনও জায়গায় যাব না। আদালত নিজে সিদ্ধান্ত নিতেই পারেন। বিচারপতি ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘আমি চাইছি আপনারা সভা করুন। আদালত অনুমতি দিতে প্রস্তুত। আদালত কখনওই বলছে না, অধিকারের দাবিতে আন্দোলন করা যাবে না।’’

রাজ্য প্রশাসনের তরফে নিরাপত্তা এবং পদপিষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় জমায়েতের সংখ্যা ৭০০-র মধ্যে সীমিত রাখার আর্জি জানানো হলেও, দুই পক্ষের সওয়াল-জবাবের পর হাজার মানুষের জমায়েতে সবুজ সংকেত দেয় আদালত। আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর বিকেল ৪টের মধ্যে ১০ জন দলীয় স্বেচ্ছাসেবকের নাম ও ফোন নম্বর শ্রীরামপুর থানায় জমা দিতে হবে বলে জানিয়েছে আদালত। যদিও ওই স্বেচ্ছাসেবকদের পুলিশ গ্রেফতার করতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীরামপুরের ১১ সেপ্টেম্বর পদযাত্রা ও সভা করার পরিকল্পনা করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু পুলিশ অনুমতি না দেওয়ায় জল গড়ায় কোর্ট পর্যন্ত। শেষ পর্যন্ত বিজেপি সরকারের কোনও যুক্তি, ষড়যন্ত্র কাজে এল না। তৃণমূলকে সভা করার অনুমতি দিল আদালত।

দলদাস নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে নিন্দার ঝড়

প্রতীক নিয়ে দলের অবস্থান আজ নির্দেশ দেবেন নেত্রী

প্রতিবেদন : প্রতীক নিয়ে দলের অবস্থান কী হবে, তা আজ জানাবেন এবং নির্দেশ দেবেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্বাচন কমিশনে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দীর্ঘ দেড়ঘণ্টা ধরে তথ্য-প্রমাণ পেশ করেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল। কিন্তু রাতে বিজেপি নিয়ন্ত্রিত নির্বাচন কমিশন জানায় নাম এবং প্রতীক আপাতত ব্যবহার করা যাবে না। কমিশনের নির্দেশ প্রকাশ্যে আসতেই দেশজুড়ে নিন্দার ঝড়। নির্বাচন কমিশন অবৈধভাবে, জোর করে এই সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিয়েছে। এসআইআর, রিগিং, ভোট লুঠের পর কমিশনকে সামনে রেখে বিজেপির আর এক অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপ। সাংসদ এবং আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছি না। গোটা বিষয়টি আইনবিরোধী। নির্দেশে আইনি বিষয়টিকে যথাযথভাবে লেখা হয়নি। তবে, তৃণমূল পরবর্তী রণকৌশল জানায়নি। আজ, শুক্রবার নেত্রী পরবর্তী রণকৌশলের নির্দেশ দেবেন। এদিকে, সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় উঠেছে তৃণমূলের। স্পষ্টভাবে কর্মী-সমর্থকরা বলছেন, দিদিই আমাদের প্রতীক। আমরা দিদির সঙ্গে আছি।

কমিশনে বৈঠকের পর তৃণমূলের প্রতিনিধিরা। বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লি।

মোদিজিকে বার্থ-ডে গিফট দিলেন জ্ঞানেশ কুমার
কেসি বেণুগোপাল

কংগ্রেস নেতা কেসি বেণুগোপাল কড়া ভাষায় মন্তব্য করে বলেন, তৃণমূলের প্রতীক ও নাম কেড়ে নিয়ে মোদিজিকে বার্থ-ডে গিফট দিলেন নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। কমিশন প্রমাণ করল তারা বিজেপির তোতাপাখি। গণতন্ত্র ধ্বংস করছে। শিবসেনা, এনসিপির পর এবার তৃণমূল কংগ্রেস। (এরপর ৬ পাতায়)

দিনের কবিতা

‘জাগোবাংলা’য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— ‘দিনের কবিতা’। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

জঙ্গল

নীরবে নির্জনে
এলেম অরণ্য নিকেতনে।
শাল পিয়ালের বনে
পারুল নাচে মনে।
দু’পাশে গাছের সারি
মাঝখানে দিয়ে চলে গাড়ি।
আমার সারথি পবন
আর পথের সাথি বন।
সূর্য তখন গাছের আড়ালে
আমরা রয়েছি ডালে-আবডালে।
পৌঁছলাম এসে চাপড়ামারি
হাতি সাথিদের ছড়াছড়ি।
ছোট্ট দিঘিতে জল
হাতির পদধ্বনিতে করে টলমল।
গন্ডার আর বাইসন
অরণ্য মাতার প্রাণমন।
চারিদিকে পাখির কিচির মিচির
মনে হয় গড়ি সবুজ প্রাচীর।
চালসা, বানারহাট, চাপড়ামারি
মনে হয় রোজ উঁকি মারি।
গরুমারা আর ধূপঝোরা
ওখানে পাই বর্ষণের সাড়া।
পাহাড়ের রাস্তায় সুকনা
জঙ্গলে নদীর আয়না।
চোখের পলকে যতই দেখি
হৃদয়ে করে শুধু উঁকিঝুঁকি।
সাধ যেন মেটে না
ফিরে আসতে মন চায় না।।

গদ্দারদের দুরমুশ করলেন কুণাল

ফের কাকলির নারদার ভিডিও প্রকাশ্যে আনলেন বিধায়ক

প্রতিবেদন : যে ছবি দেখিয়ে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হচ্ছে, সেই ছবিতে আমি কারও নামই বলিনি! তা হলে সেটা কীভাবে কাউকে অসম্মান করল! বৃহস্পতিবার দুপুরে বারাসত থানা থেকে বেরিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের জবাবে এভাবেই পাল্টা প্রশ্ন তুললেন বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ। তাঁর আরও প্রশ্ন, আমার পোস্টে আমি কোনও অসাংবিধানিক শব্দ ও ভাষা ব্যবহার করিনি। এ প্রসঙ্গে তাঁর লেখা ‘দলবদলু’, ‘বেইমান’, ‘বিশ্বাসঘাতক’ শব্দগুলিরও অভিধান থেকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন কুণাল। নিজের সপক্ষে ব্যাখ্যা দিতে এদিন তিনি বাংলা ভাষার শব্দকোষ, অভিধান-সহ বিভিন্ন বই নিয়েই থানায় উপস্থিত হন। জিজ্ঞাসাবাদ-শেষে তিনি এভাবেই একাধিক প্রশ্ন তুলে দুরমুশ করেন গদ্দারদের। সেই সঙ্গে অভিযোগকারিণী সাংসদকে উদ্দেশ্য করে তাঁর হুঁশিয়ারি, নারদার ভিডিও আবার পোস্ট করব! বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সেই ভিডিও ফের পোস্টও করেন বিধায়ক। (এরপর ৬ পাতায়)

জিজ্ঞাসাবাদের পর বারাসত থানা চত্বরে কুণাল।

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
18 September, 2026 • Friday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৮৯৯ রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯) এদিন প্রয়াত হন। হেয়ার স্কুল ও হিন্দু স্কুলের খ্যাতনামা ছাত্র। সংস্কৃত কলেজেও ইংরেজি পড়িয়েছেন। মেদিনীপুর জেলা স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন। ছাত্রদের বৌদ্ধিক বিকাশের জন্য বিতর্কসভা প্রতিষ্ঠা করেন। পাঠ্যপুস্তকের বাইরে জ্ঞান অর্জনের জন্য ছাত্রদের উৎসাহিত করতেন। মেদিনীপুরে একটি বালিকা বিদ্যালয়, শ্রমিক-কৃষকদের জন্য নৈশ স্কুল এবং একটি সাধারণ পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেন। ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য ছিলেন, সঞ্জীবনী সভার সভাপতি। 'ঋষি' আখ্যায় ভূষিত রাজনারায়ণ 'আত্মচরিত', 'সেকাল একাল', 'সায়েন্স অফ রিলিজিয়ন' ইত্যাদি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। শেষ জীবনে দেওঘরে বাস করতেন।

১৮৬৯ জগদানন্দ রায় (১৮৬৯-১৯৩৩) এদিন কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্র অবস্থা থেকেই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা তাঁকে পরবর্তী জীবনে সাহিত্যক্ষেত্রে বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ লিখতে উৎসাহিত করে। 'সাধনা' পত্রিকায় লেখার সূত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয়। পরে বিশ্বভারতীতে যোগ দেন। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে বিজ্ঞান শাখার সভাপতি ছিলেন। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের তিনিই প্রথম সর্বাধ্যক্ষ।

১৯০৫ গ্রেটা গার্বো (১৯০৫-১৯৯৫) এদিন সুইডেনে জন্মগ্রহণ করেন। হলিউডের নির্বাক যুগের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্রতারকা ছিলেন তিনি। 'ফ্লেশ অ্যান্ড দ্য ডেভিল' ছবিতে অভিনয় করার পর খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছন। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ছবিগুলোর মধ্যে আছে 'মাতা হারি', 'কুইন ক্রিস্টিনা', 'ক্যামিলি' ইত্যাদি। ১৯৯৯ সালে আমেরিকান ফিল্ম ইনস্টিটিউট গার্বোকে সর্বকালের সেরা মহিলা চলচ্চিত্র তারকাদের তালিকায় ক্যাথেরিন হেপবার্ন, বেটি ডেভিস, অড্রে হেপবার্ন ও ইনগ্রিড বার্গম্যানের সঙ্গে একই পঙ্‌ক্তিতে রাখে।

২০১০ শর্বরী দত্ত (১৯৫৭-২০১০) এদিন মারা যান। বাবা বিখ্যাত কবি অজিত দত্ত। তাঁর নিজের পরিচয় ফ্যাশন ডিজাইনার হিসেবে। কিন্তু নিজেকে কোনও কালেই ফ্যাশন ডিজাইনার বলতে চাইতেন না। মকবুল ফিদা হুসেন থেকে শচীন তেন্ডুলকর— তাঁর ক্লায়েন্ট তালিকা ঈর্ষণীয়। মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, তিনি একজন শিল্পী। শেষের দিকে শহর নিয়ে মেতে উঠেছিলেন। বারাণসী, রোম আর কলকাতা— তিন শহরের ফ্যাব্রিক আর ক্র্যাফ্টকে মিলিয়ে দিতে চেয়েছিলেন পোশাকের শরীরে। এদিন রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ, ব্রড স্ট্রিটের বাড়ির শৌচাগার থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়।

১৯৬১ রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব ড্যাগ হেমার শোল্ড এদিন বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন। ইজরায়েল-আরব সংঘাতে শান্তিস্থাপনে তিনি বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ১৯৫৮-তে জর্ডন-লেবানন সঙ্কটেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ২০১৭-তে ওই বিমান দুর্ঘটনার তদন্তে প্রকাশ, অভ্যন্তরীণ ত্রুটির কারণে নয়, বাইরের কোনও হামলার কারণে হেমার শোল্ডের বিমানটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।

কর্মসূচি

তৃণমূল কংগ্রেস ভবনে তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী অলিফা আহমেদের সঙ্গে আলোচনায় দলের নারী বাহিনী।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৮২৮

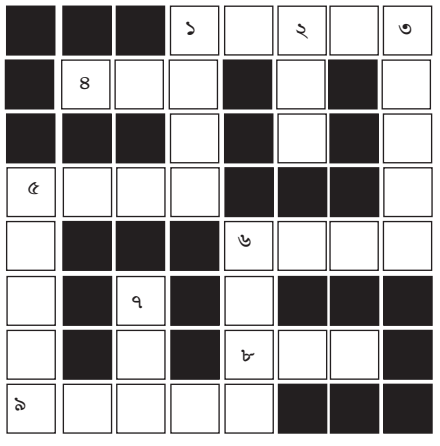

পাশাপাশি : ১. পশুর মতো আচরণ ৪. অংশ, ভাগ ৫. পার্থক্য ৬. বিশৃঙ্খলার মধ্যে ৮. শ্রীকৃষ্ণ ৯. গলা চুলকানো।

উপর-নিচ : ১. প্রবাসী, বিদেশে বসবাসকারী ২. ছোট ঝাঁটা ৩. ঠাট্টা করে, কৌতুক করে বলা ৫. পতাকাধারী ৬. একধরনের আতশবাজি ৭. দেশ

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৮২৭ : পাশাপাশি : ১. নিয়োগী ৪. তিথিনক্ষত্র ৬. মক্ষিকা ৭. দফারফা ৯. ক্ষারমাটি ১২. খেচর ১৩. কনকানটে ১৪. লহরা ।

উপর-নিচ : ১. নিয়মরক্ষা ২. গীতিকা ৩। জনপদ ৫. ত্রসর ৮. ফায়ার করা ১০. রক্ষক ১১. টিটকারি ১২. খেটেল।

১৭ সেপ্টেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৫১৮৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৫২৬০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৪৫০৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	২৩০৬৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	২৩০৭৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি)

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯৬.২৫	৯৭.১৪
ইউরো	১১০.৬২	১১২.০২
পাউন্ড	১২৮.৫৭	১৩০.১৫

নজরকাড়া ইনস্টা

রঞ্জিতা দাশ

জিনিয়া সেন

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা-৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও আকবর-ই-মশরিক প্রাইভেট লিমিটেড, ১০/৩, তালবাগান লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৭ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা-৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed at AKHBAR-E-MASHRIQ PVT. LTD., 10/3, Talbagan Lane, Kolkata-700 017
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No.15 dt. 19/7/21
City Office : 234/3A, A.J.C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আজ বিশ্বকর্মা পুজো

আমার শহর

18 September, 2026 • Friday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

পর্যটনে উৎসাহ দিতে এন্ট্রি ফি তুলে দেয় তৃণমূল সরকার

কুর্সিতে বসেই পর্যটকদের পকেটে জোড়া কোপ বিজেপি সরকারের

প্রতিবেদন : পর্যটন শিল্পে জোয়ার আনতে এবং উত্তরবঙ্গের সাধারণ মানুষের রুটিরুজি সুনিশ্চিত করতে যে যুগান্তকারী পদক্ষেপ করেছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষমতায় এসেই তাতে কুঠারাঘাত করল বিজেপি সরকার। পর্যটকদের পকেট কেটে নিজেদের কোষাগার ভরানোর এক নির্লজ্জ ফন্দি এঁটেছে বর্তমান প্রশাসন। বর্ষার কারণে প্রায় তিন মাস বন্ধ থাকার পর গত ১৬ই সেপ্টেম্বর রাজ্যের সংরক্ষিত বনাঞ্চলগুলি পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। আর জঙ্গল খুলতেই পর্যটকদের স্বাগত জানানোর বদলে তাঁদের ঘাড়ে এন্ট্রি ফি এবং গাড়ির রোড ট্যাক্সের জোড়া বোঝা চাপিয়ে দিল জনবিরোধী বিজেপি সরকার। শুক্রবার থেকেই জঙ্গলে প্রবেশের ক্ষেত্রে এই বাড়তি খরচ গুণতে হবে পর্যটকদের, যা কার্যত উত্তরবঙ্গের পর্যটন ব্যবসার কফিনে পেরেক পোঁতার শামিল।

উল্লেখ্য, গত ২০২৫ সালের ২২শে জানুয়ারি আলিপুরদুয়ারের প্যারেড গ্রাউন্ডে এক প্রশাসনিক বৈঠক থেকে দূরদর্শী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সংরক্ষিত বনাঞ্চলে প্রবেশের ক্ষেত্রে এন্ট্রি ফি সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের কথা ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ডুয়ার্স সহ উত্তরবঙ্গের বনাঞ্চলগুলিতে পর্যটকদের আনাগোনা বাড়ানো এবং জঙ্গল-নির্ভর স্থানীয় অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা। কিন্তু বর্তমান বিজেপি সরকার ক্ষমতায় বসেই সেই জনকল্যাণমুখী সিদ্ধান্তকে বাতিল করে দিয়েছে। শুধু এন্ট্রি ফি ফিরিয়ে আনাই নয়, ট্যুরিস্ট গাড়িগুলির জঙ্গলপথে প্রবেশের ক্ষেত্রে রোড ট্যাক্সও নতুন করে চাপানো হয়েছে। অর্থাৎ, সাধারণ পর্যটক থেকে শুরু করে রিসর্ট মালিক বা সাফারি চালক— সকলকেই এই বিপুল আর্থিক মাশুল গুণতে হবে, যার জেরে ডুয়ার্স ভ্রমণের খরচ এক ধাক্কায় অনেকটাই বেড়ে যাবে।

ড্যামেজ কন্ট্রোলে নেমে বর্তমান বনমন্ত্রী মনোজ কুমার ওঁরাও যে সাফাই গাইছেন, তা সাধারণ মানুষের কাছে চরম প্রহসন। তিনি দাবি করেছেন, পর্যটকদের থেকে আগের হারেই এন্ট্রি ফি নেওয়া হচ্ছে এবং বিষয়টি পর্যালোচনার জন্য একটি কমিটি গড়া হয়েছে, যাদের রিপোর্টের ভিত্তিতে ভবিষ্যতে ফি কমানো হতে পারে। ওয়াকিবহাল মহলের প্রশ্ন, যদি ফি কমানোর সদিচ্ছাই থাকে, তবে তা আগে থেকে না কমিয়ে তড়িঘড়ি পর্যটকদের থেকে টাকা আদায় শুরু করা হলো কেন? বনদফতরের 'রাজস্ব ক্ষতির' যে যুক্তি খাড়া করে এই ফি ফিরিয়ে আনা হয়েছে, তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে এই সরকারের কাছে পর্যটন শিল্পের বিকাশ বা স্থানীয় মানুষের কর্মসংস্থানের চেয়ে নিজেদের রাজকোষ ভরানোই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। গোরুমারা সহ অন্যান্য জঙ্গলে অনলাইন বুকিং চালুর আগে ম্যানুয়াল কাউন্টারেই পর্যটকদের থেকে টাকা আদায়ের এই জুলুম প্রমাণ করে দিল, পূর্বতন তৃণমূল সরকারের উন্নয়নমূলক কাজগুলিকে ধ্বংস করে সাধারণ মানুষের ঘাড়ে আর্থিক বোঝা চাপানোই এই সরকারের একমাত্র লক্ষ্য।

নিজেদের অবস্থান আজ শীর্ষ আদালতের সামনে স্পষ্ট করতে হবে গদ্দারদের

প্রতিবেদন : ২০ জন গদ্দার সাংসদকে ঘিরে দলত্যাগ বিরোধী আইনের বিতর্ক আরও জোরালো হল। এই মামলায় সুপ্রিম কোর্টের জারি করা নোটিশের শুনানি আজ— শুক্রবার হবে। ওই সাংসদদের নিজেদের অবস্থান আজ আদালতের সামনে স্পষ্ট করতে হবে।

এই ২০ জন বিশ্বাসঘাতক সংসদ সদস্যকে দলবিরোধী আইনে তাঁদের পদ থেকে সরানো অথবা লোকসভায় তৃণমূলের জন্য নির্ধারিত আসনে তাঁদের বসানোর দাবি জানিয়েছিলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। গত ১৯ জুন তিনি এ নিয়ে স্পিকারের কাছে আবেদন করেন। পরে ওই আবেদনের বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ২৭ জুলাই ও ১২ অগাস্ট আবারও স্মরণ করিয়ে দেন তিনি। কিন্তু স্পিকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নেওয়ায় এ বিষয়ে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি।

অভিষেকের অভিযোগ ছিল, তৃণমূলের প্রতীকে নির্বাচিত হয়ে এই ২০ সংসদ সদস্য অন্য একটি দলে যোগ দিয়েছেন এবং লোকসভায় আলাদাভাবে বসছেন। তাই তাঁদের সংসদ সদস্য পদ বহাল রাখার সুযোগ নেই। সুপ্রিম কোর্টে করা আবেদনে তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন, তৃণমূলের টিকিটে নির্বাচিত হওয়ার পর কীভাবে তাঁরা অন্য দলে যোগ দিয়ে সংসদে বসতে পারেন?

চালু করেছিলেন নেত্রী, বন্ধ পিজির রোবোটিক সার্জারি

প্রতিবেদন : এসএসকেএমে বন্ধ নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনকালে চালু হওয়া রোবটিক জেনারেল সার্জারি। কারণ, চিকিৎসকদের গণ-বদলির মতো হঠকারী সিদ্ধান্ত। দুজন রোবটিক সার্জারিতে প্রশিক্ষিত সার্জেন ছিলেন, চক্রান্ত করে বদলি করা হয় তাঁদের। ফলে বন্ধ করে দিতে হয় এই অত্যাধুনিক পরিষেবা।

বৃহস্পতিবার হাইকোর্টের রায়ে ধাক্কা খেল প্রশাসন। শীর্ষ আদালতের রায়, আপাতত চিকিৎসকদের গণ-বদলি স্থগিত থাকবে। মুখ পুড়ল সরকারের। তবে প্রশাসন বন্ধ হওয়া রোবোটিক সার্জারি আদৌ ফেরাবে কি না তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। নেত্রীর হাত ধরে রাজ্যে প্রথম এসএসকেএমে এই রোবোটিক সার্জারি পরিষেবা চালু হয়। ডবল ইঞ্জিন ঢুকতেই তাতে কোপ পড়ল। এই সেট-আপটি কিনতে খরচ হয়েছিল প্রায় ৭ কোটি টাকা। বেসরকারি হাসপাতালে এই সার্জারির খরচ প্রায় ২-৭ লক্ষ টাকা। এসএসকেএমে তা হত সম্পূর্ণ নিখরচায়। দেশ-বিদেশ জুড়ে এসএসকেএমের এত সুনাম, সেখানে এই অত্যাধুনিক পরিষেবাটি বন্ধ হওয়া খুবই লজ্জাজনক!

প্রসঙ্গত, সপ্তাহখানেক আগে ১০০ জন শিক্ষক-চিকিৎসকের বদলি হয়। তাঁদের মধ্যে তালিকায় ছিলেন পিজি হাসপাতালের সার্জারির প্রধান, বিশিষ্ট জেনারেল সার্জন ডাঃ দীপ্তেন্দ্র সরকার-সহ ৬ প্রধান। বদলি হয় আরও এক নামজাদা তরুণ জেনারেল সার্জন ডাঃ সিরাজ আহমেদেরও। একজনকে বাঁকুড়া ও দ্বিতীয়জনকে কোচবিহারে বদলি করা হয়। হাইকোর্টের এই রায়ের পর তাদের আর বদলি করা যাবে না।

বেহাল জিটি রোড, ক্ষুব্ধ ব্যবসায়ীরা

প্রতিবেদন : হাওড়ার অন্যতম ব্যস্ত জিটি রোডের পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। রাস্তার যত্রতত্র তৈরি হয়েছে বড় বড় গর্ত। যার জেরে তীব্র যানজট এখন নিত্যদিনের সঙ্গী স্থানীয় বাসিন্দা ও চালকদের। উৎসবের মরসুমে এই বেহাল রাস্তার কারণে সবথেকে বেশি বিপাকে পড়েছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। কিন্তু পুজোর আগে প্রশাসনের কোনও হেলদোলই নেই রাস্তা মেরামত করার। এদিকে রাস্তা খারাপ এবং যানজটের জেরে দোকানে খরিদ্দার আসছে না বলে মাথায় হাত ব্যবসায়ীদের। পুজোর মুখে এই পরিস্থিতিতে চরম লোকসানের আশঙ্কায় দিন কাটছে ব্যবসায়ীদের। জিটি রোডের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে পিচ উঠে খানাখন্দ তৈরি হয়েছে। জল জমে সেই গর্ত আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে থাকছে বাস, অটো ও পণ্যবাহী গাড়ি। পুজোর মুখে এই অবস্থায় চরম ক্ষুব্ধ ব্যবসায়ীরা।

বিজেপির অত্যাচারের প্রতিবাদে সোচ্চার হলেন আলিপুরের লিগাল সেলের আইনজীবীরা। রায়গঞ্জের প্রতিবাদী আইনজীবীদের পাশে থাকার অঙ্গীকার করলেন তাঁরা। ছিলেন বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক দেব, শুভাশিস চক্রবর্তী প্রমুখ।

বিধায়ককে ধন্যবাদ বেলেঘাটার নাগরিকের

প্রতিবেদন : বেলেঘাটার বিধায়কের উদ্যোগেই ক্ষতিপূরণ পেলেন সরকারি হাসপাতালের গাফিলতিতে অঙ্গহানি-হওয়া গোপাল পোড়েল। ক্ষতিপূরণের খবর পেয়েই বেলেঘাটার এই নাগরিক ধন্যবাদ জানান বিধায়ক কুণাল ঘোষকে। প্রসঙ্গত, গলব্লাডার স্টোনের বদলে অ্যাপেন্ডিক্স অপারেশন হয়েছিল এনআরএস হাসপাতালে। বেলেঘাটার ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা গোপাল পোড়েল (৪৭)। তাঁর অভিযোগ ছিল পেটের যন্ত্রণায় এনআরএসে ভর্তি হবার পর গলব্লাডার স্টোনের বদলে অ্যাপেনডিক্স বাদ দেওয়া হয়! পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরও এত বড় ভুল হল কীভাবে? প্রশ্ন তোলেন বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ। একাধিক বেসরকারি হাসপাতালে গিয়ে আবার অপারেশনে আসল বিপদ কাটে। গোপালকে হাসপাতালে দেখতেও যান বিধায়ক। এই মর্মে ক্ষতিপূরণের দাবিতে শুভেন্দু অধিকারী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে চিঠি দেন তৃণমূল বিধায়ক। রোগী গোপাল পোড়েলকে ত্রাণ তহবিল থেকে সাহায্য করার অনুরোধ জানান। ১০০ দিনের কাজের শ্রমজীবী গোপাল। জোড়া অপারেশনে কাজ করা এখন তাঁর পক্ষে কঠিন। বিধায়ক জানান, বুধবার সন্ধেয় সিএমও থেকে বিধায়কের কাছে ফোন আসে যে, শুভেন্দু অধিকারী বিধায়কের অনুরোধ অনুমোদন করেছেন। গোপাল পোড়েলকে বৃহস্পতিবার বেলা বারোটায় নবান্নে উপস্থিত হওয়ার জন্য জানানো হয়। চেক হাতে পাওয়ামাত্রই গোপাল ধন্যবাদ জানান তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষকে।

সার্ভার ডাউন, ব্যাহত পুর পরিষেবা

প্রতিবেদন : কলকাতা পুরসভার ওয়েবসাইটে যান্ত্রিক গোলযোগ। ব্যাহত নাগরিক পরিষেবা। শনিবার থেকেই ব্যাহত পরিষেবা। বৃহস্পতিবার পেরিয়ে গেলেও পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা সম্ভব হয়নি। এর ফলে গত কয়েক দিন ধরে কার্যত অচল হয়ে পড়েছে পুরসভার গুরুত্বপূর্ণ দফতরগুলি। তীব্র হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে হাজার হাজার সাধারণ নাগরিককে। সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছে স্পত্তিকর আদায় ব্যবস্থা ও জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্র দেওয়ার প্রক্রিয়া। কলকাতা পুরসভার পাশাপাশি রাজ্য সরকারের একাধিক দফতর, পুলিশ কার্যালয়েও সার্ভার ডাউন থাকার কারণে অনলাইনে যাবতীয় কাজ বন্ধ ছিল।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

প্রমাণিত হবে

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আন্দোলনের প্রতীক। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিবাদের প্রতীক। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লড়াইয়ের প্রতীক। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সংগ্রামের প্রতীক। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খেটে খাওয়া মানুষের প্রতীক। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রতীক। বিজেপি বারবার চেষ্টা করেছে রাষ্ট্রীয় শক্তি প্রয়োগ করে তাঁকে দমিয়ে দিতে। কখনও এসআইআর, কখনও রিগিং, কখনও ভোট লুঠের রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্র। কিন্তু ইতিহাস বলছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এভাবে দমিয়ে রাখা যায়নি, যাবে না। তার কারণ, তাঁর সঙ্গে রয়েছেন বাংলার মানুষ। প্রায় আড়াই কোটি মানুষ এবারও তাঁর দলকে ভোট দিয়েছেন। রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্র যদি না হত, তাহলে ইতিহাস অন্য কথা বলত। বিজেপি দলদাস নির্বাচন কমিশনকে সামনে রেখে অগণতান্ত্রিক ও বেআইনি খেলায় মেতেছে। যারা ভাবছেন, তাঁরা জিতে গিয়েছেন, তাঁরা মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। আসলে লড়াই শুরু হল। এ লড়াই গণতন্ত্রের জন্য লড়াই, সংবিধান রক্ষার লড়াই, মানুষের অধিকার রক্ষার লড়াই, বেঁচে থাকার লড়াই। তাঁর সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তিনি বারবার এই লড়াই লড়েছেন এবং জিতেছেন। এবারও সেই লড়াই। তিনি বলেন, দলের কর্মীরাই আসল শক্তি। কমিশনের পদক্ষেপ প্রত্যেকটি কর্মীকে আরও সংঘবদ্ধ, দৃঢ় এবং লক্ষ্যে অবিচল করে দিল। বিজেপি আর তার দোসর নন্দী-ভৃঙ্গির দল ভাবছে বাংলার মানুষকে ঠিক বুঝিয়ে দেবেন। আসলে তাঁরা বাংলার মানুষের আবেগ-অনুভূতির লেশমাত্র জানেন না। এইবার তাঁরা বুঝবেন কেন দেশের বিরোধী দলনেত্রীর প্রশ্ন আসলেই তাঁর নামটা সর্বাগ্রে আলোচিত হয়। কোনও সিনেমার ডায়ালগ নয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেখানে দাঁড়ান, সেখান থেকেই লাইন শুরু হয়। আর একবার প্রমাণিত হবে।

e-mail থেকে চিঠি

এই গুন্ডারাজ নিপাত যাক

কেন তৃণমূল পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মনোরঞ্জন পাটোয়ারিকে প্রকাশ্য রাস্তায় লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হল? বুধবার বারুইপুর থানার অন্তর্গত বৃন্দাখালি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। পুজোর অনুমতির জন্য বারুইপুর থানায় যাচ্ছিলেন তিনি। যাঁরা মারেন তাঁরা সকলেই বিজেপি কর্মী। লাঠি দিয়ে প্রকাশ্য রাস্তায় মনোরঞ্জন পাটোয়ারীকে বেধড়ক মারধর করা হয়। আহত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। এই আক্রমণের জেরে তৃণমূল প্রধানের বাম হাত ভেঙে গিয়েছে, পাশাপাশি বাম দিকের পায়েও গুরুতর চোট লেগেছে বলে জানিয়েছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। নির্লজ্জ ভোট চোর বিজেপি সারা রাজ্য জুড়ে গুণ্ডা রাজ চালাচ্ছে। কিছু বলার নেই। শুধু একটা কথাই মনে করিয়ে দিতে চাই। চিরদিন কারও সমান নাহি যায়। তৈরি থাকুন!

— **শুভাশিস মুখোপাধ্যায়, সোনারপুর রাজপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা**

ক্ষমতায় বিজেপি, কাউকে কিছু বলার নেই

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ডিআই অফিসের ভেতরে পিকনিকের আয়োজন। তাই বুধবার রাতে অফিসের গুরুত্বপূর্ণ ফাইল এর পাশেই গ্যাসে আগুন জ্বালিয়ে চলছিল রান্না। খাসির মাংস রান্না করছিল অফিসের কর্মীরা। শুধু তাই নয়, অফিসের ভিতরে অনৈতিক কাজকর্ম চলছিল। অগ্নিমিত্রা পাল তো এসবের খবরও রাখেন না। ব্যবস্থা কী নেবেন! ওদিকে ঘটা করে ঘোষণা হয়েছিল, আবাসের বাড়ি তৈরির জন্য উপভোক্তারা মাত্র দেড় হাজার টাকায় এক ট্রাক্টর বালি পাবেন। খোদ বিধায়ক তথা মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের সেই ঘোষণার পর তিলপাড়ায় বালি মজুতও শুরু করেছিল প্রশাসন। কিন্তু কয়েক মাস পেরোতেই সেই পাইলট প্রজেক্ট কার্যত মুখ থুবড়ে পড়েছে। মজুত করা সেই বালির স্তূপে এখন ঘাস গজাচ্ছে। যে ব্যবসায়ীরা প্রশাসনের কথায় বালি সরবরাহ করেছিলেন, তাঁদের পকেটে কানাকড়িও ঢোকেনি। বিরোধীদের কটাক্ষ, গোটা বিষয়টাই ছিল স্রেফ রাজনৈতিক চমক ও প্রচারের ফানুস। শুভেন্দু অধিকারী বলে বেড়াচ্ছেন বালির অভাবে যেন আবাস যোজনার কোনো বাড়ি তৈরির কাজ আটকে না থাকে। বাজারদরের চেয়ে কম মূল্যে তাঁদের বালি সরবরাহ করতে হবে। বালির জোগান স্বাভাবিক রাখতে, পরিবেশ দপ্তরের ছাড়পত্রের অভাবে বন্ধ থাকা বালিঘাটগুলি দ্রুত চালুর নির্দেশ দিচ্ছেন। — **সন্দীপ ঘোষ, রামপুরহাট, বীরভূম**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

জন্মদিন তো পালন হল

এবার মরণ থেকে আমাদের বাঁচান

● একদিকে বাড়ছে জিনিসের দাম, অন্যদিকে ডিজিটাল পেমেন্ট থেকেই মোদি সরকার মাশুল আদায় করতে চলেছে।

বলির পাঁঠা হচ্ছি আমরা, সাধারণ মানুষ।

লিখছেন আকসা আসিফ

জিডিপি ৭.৮ নিয়ে এখনও বিতর্ক অব্যাহত। এই তরজা উপভোগ করা যায় কিন্তু পেট ভরে না। কারণ জিনিসের দাম ঊর্ধ্বমুখী। খাদ্যদ্রব্যের দাম বাড়লে টান পড়ে পেটে। চাল, ডাল, সবজি, তেল, নুন কোনটা ছেড়ে কোনটা বলব। ওষুধের দামও বাড়ছে পাল্লা দিয়ে। সাধারণ লোকজন বিশেষ করে অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের অবস্থা শোচনীয়। জিডিপি তাঁদের কাছে অর্থহীন বাকোয়াস ছাড়া কিছু নয়! মাত্র গতকালই যে রিপোর্ট সামনে এসেছে তাতে দেখা যাচ্ছে পাইকারি ও খুচরো দুই প্রকার বাজারেই মূল্যবৃদ্ধির সূচক লাফিয়ে বাড়ছে। নিঃসন্দেহে উদ্বেগের।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে শুরু করে সরকারের অন্যান্য স্তর থেকে সতর্ক করা হচ্ছে আসন্ন উৎসব মরশুমে নিত্যপণ্য বিশেষত খাদ্যদ্রব্যের দাম আরও বাড়বে। বাঙালির উৎসবের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গই হচ্ছে কেনাকাটা আর ভালোমন্দ খাওয়াদাওয়া। সেই কারণে মূল্যবৃদ্ধি উৎসবের মৌতাতে বিঘ্ন ঘটায়। অর্থনীতির স্বার্থে মন্ত্রীসান্ত্রিরা সোনা কেনা কমানো এবং বিদেশযাত্রায় রাশ টানার নিদান দেন। এটাই নাকি সময়ের দাবি। ওতে অযথা ডলার খরচ বাড়ে, দুর্বল হয় অর্থনীতির ভিত।

আমির লোকেদের বিদেশে গিয়ে বিয়েতেও আপত্তি জানিয়েছেন মোদিজি। 'আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখাও' আপ্তবাক্যে আজকালকার নেতানেত্রীরা বিশেষ আমল দেন না। সেই কারণেই মধ্যবিত্ত সোনা কিনলে ডলার খরচের দায়ে ভিলেন। আর আট মাসে প্রায় দেড় ডজন দেশঘুরে রাষ্ট্রনেতা জনগণের নয়নের মণি! রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, কূটনীতি এবং অর্থনীতি একসুরে বাঁধা থাকলেও 'রাষ্ট্রবাদী' এই দেশে সব ব্যাপারেই শেষ কথা বলেন রাজনীতির লোকেরাই। এটাই এদেশের জনগণের অদৃষ্টের অদ্ভুত লিখন!

দাম বাড়লে তার প্রভাব তো শুধু অর্থনীতির পক্ষেই ভয়ংকর হবে না, মন্দার আঁচ সাধারণ মানুষের উপরও পড়তে বাধ্য। নিত্যপণ্যের বাজারে তার কম্পন সামাল দেওয়া সরকারের পক্ষে সহজ হবে না। নতুন করে সংকটে পড়বে অর্থনীতি। মূল্যবৃদ্ধিকে অস্বীকার করলে জিডিপি'র বৃদ্ধিও তো অর্থহীন হয়ে পড়ে। আর পেট্রোপণ্যের বিপুল আমদানির খরচ? চলতি বছরের প্রথম ত্রৈমাসিকে লাফিয়ে বেড়েছে। বজ্রআঁটুনি সত্ত্বেও বেড়ে গিয়েছে প্রায় ৫৬-৫৭ শতাংশ। কে এই খরচ বহন করবে? গত এক সপ্তাহ ধরে জাতীয় রাজনীতির কেন্দ্রে একটা মাত্র সরল সংখ্যা। ৭.৮। তার সঙ্গে যুক্ত হল মূল্যবৃদ্ধির সূচক। ওই সরল সংখ্যায় তো আমার আপনার পেট ভরবে না, বেকারের চাকরি হবে না, বাজারে নিত্যপণ্যের দামও কমবে না।

ব্যাঙ্কে ফিক্সড ডিপোজিটের সুদ বাড়বে না। রুগ্‌ণ সংস্থা চাঙ্গা হওয়ার বিশেষ আশাও নেই। রাস্তাঘাট সড়ক ব্যবসা-বাণিজ্য বিক্রিবাটা কমা-বাড়ারও সম্পর্ক নেই। তাহলে ওই একগুচ্ছ সংখ্যা নিয়ে মিছিমিছি ছায়াযুদ্ধ কেন? আমরা সাধারণ মানুষ জিডিপি বুঝি না। পণ্ডিতে বলে ওটা নাকি

বৃদ্ধির হার। আমাদের দেহে যেমন সুগার কোলেস্টেরল কিডনির অবস্থা দেখে ডাক্তাররা সুস্থ অসুস্থ ঠিক করেন তেমনি জিডিপি বৃদ্ধির হারের ওঠানামার দিয়ে দেশের অর্থনীতি কতটা সচল, বৃদ্ধি হচ্ছে না সংকুচিত হচ্ছে তার ইঙ্গিত মেলে। সেই হিসাবে ৭.৮ যথেষ্ট ইতিবাচক বৃদ্ধির হার বলতেই হবে। কিন্তু সমালোচকদের প্রশ্নগুলোকেও এড়িয়ে যাওয়া কি সম্ভব। যাঁরা তোপ দেগেছেন তাঁদের একজন প্রাক্তন অর্থসচিব এবং মোদিজির প্রাক্তন আর্থিক উপদেষ্টা সুভাষ গর্গ এবং রিজার্ভ ব্যাংকের প্রাক্তন গভর্নর রঘুরাম রাজন। এঁদের হেলাফেলা করা যায় না। সরকার বলছে, আগের ও বর্তমান হিসাবের ভিত্তিবর্ষ এবং পদ্ধতি এক নয়, নতুন হিসাবের কাঠামো কার্যকর হওয়ায় সরাসরি এমন তুলনা নাকি বিভ্রান্তিকর। এই যুক্তি উড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ নেই। কিন্তু ঠিক সেই কারণেই সরকারের দায়িত্ব আরও বেশি। কোন পদ্ধতিতে অঙ্ক তৈরি হল? পুরানো প্রথা সংশোধন করা হল কীভাবে? মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব বাদ গেল কোন জাদুতে?

নাকি পুরোটাই কষ্টকল্পিত ম্যানিপুলেশন! প্রাক্তন গভর্নর রঘুরাম রাজনের প্রশ্নগুলি আরও মৌলিক। অর্থনীতি যদি এতই শক্তিশালী, তবে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ছবিটা উজ্জ্বল নয় কেন? শিল্প বিনিয়োগের জোয়ার কোথায়? এসব তো বিরোধী পক্ষের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রশ্ন বলে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। এ তো অর্থনীতির স্বাস্থ্যের স্বাভাবিক পরীক্ষার ফল। ওই যে বললাম একটা বা দুটো সংখ্যার জাদুতে গরিবের ঘরে আলো জ্বলতে পারে না। হাতে কাজ, পাতে ভাত, আর শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে না পারলে বৃদ্ধি কিংবা উন্নয়নের দ্যুতিও শুধু মুখের কথায় ছড়িয়ে পড়তে পারে না। দাম কমাতে হবে এবং চাকরির ব্যবস্থা করতে হবে। পরিকাঠামো বাড়াতে হবে। যে অর্থনীতি সাধারণের স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির বদলে শুধুই পরিসংখ্যানের ভারে মানুষকে সম্মোহিত করতে চায় তার পরিণাম ভারতের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশের পক্ষে ভাল হতে পারে না। পরিসংখ্যান যতই অর্থনীতির সমৃদ্ধির সুখচিত্র তুলে ধরুক, বাস্তবের সঙ্গে মেলাতে না পারলে মানুষ উচ্ছ্বসিত হতে পারবেন না। দাম কমানো তাই সর্বাগ্রে সময়ের দাবি।

ভাত দেবার ভাতার নয়, কিল মারার গোঁসাই এই মোদি সরকার।

১০ বছর আগে নোটবাতিলের যন্ত্রণা দিয়ে তামাম দেশবাসীকে ডিজিটাল পেমেন্টের দিকে দেশকে ঠেলে দিয়েছিল এই সরকার। 'ভবিষ্যতের ভারত'-এর মশাল বানানো হয়েছিল ইউপিআইকে। দোকানের সামনেই কিউআর কোড। মোবাইল বের করুন আর টাকা মিটিয়ে দিন—মাশুল নেই, ঝামেলা নেই। এখন সেই পেমেন্ট থেকেই মোদি সরকার মাশুল আদায় করতে চলেছে।

আগামী ১৫ অক্টোবর, অর্থাৎ দুর্গাপুজোর চতুর্থীই সেই শুভক্ষণ। বড় ব্যবসায়ী ও সংস্থায় ২০০০ টাকার উপরে কেনাকাটা করলেই কার্যকর হবে ০.৪ শতাংশ এমডিআর বা মার্চেন্ট ডিসকাউন্ট রেট। এই রেট অনুযায়ী ৭৫ হাজার টাকা বা তার ঊর্ধ্বে সর্বোচ্চ মাশুল ৩০০ টাকা। কিন্তু কে সেই টাকা দেবে? সরকার বলছে, বড় ব্যবসায়ী বা সংস্থাগুলিকেই তা দিতে হবে। টাকা ক্রেতার কাছ থেকে নেওয়া যাবে না।

কিন্তু বড় ব্যবসায়ীর ঘাড়ে খরচ চাপলে তার অভিঘাত শেষ পর্যন্ত ক্রেতা বা সাধারণ গ্রাহকের পকেটে পড়বে। এটা আমরা জানি।

তাই মোদির জন্মদিন পালন যখন চলছে মহা সমারোহে, আমরা সাধারণ মানুষ তখন মরণের আশঙ্কা নিয়ে অপেক্ষমাণ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

নিত্যযাত্রীদের জন্য বড় সুবিধা আনল ভারতীয় রেল। এবার রেলওয়ান অ্যাপ থেকে নিজের পাশাপাশি অন্যের জন্যও কাটা যাবে মান্থলি টিকিট

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার চেয়েও জরুরি মোদিবন্দনা?

সেমেস্টারের মাঝেই 'সেবা সংকল্প' চাপিয়ে পড়ুয়াদের নিয়ে ছিনিমিনি শিক্ষা দফতরের

প্রতিবেদন : পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ বা পরীক্ষার প্রস্তুতির চেয়েও কি শাসক দলের শীর্ষ নেতার স্তুতি বেশি জরুরি? রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে এবার শিক্ষাঙ্গনকে কার্যত দলের প্রচারমঞ্চে পরিণত করার এক নির্লজ্জ নজির গড়ল রাজ্যের শিক্ষাদফতর। উচ্চমাধ্যমিকের মতো একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্তরের তৃতীয় সেমেস্টারের পরীক্ষা চলাকালীনই স্কুলগুলিতে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হল কেন্দ্রের 'সেবা সংকল্প অভিযান'-এর একগুচ্ছ প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির গুণগান গাইতে গিয়ে পড়ুয়াদের পরীক্ষার প্রস্তুতি শিকেয় ওঠায় রাজ্য জুড়ে শিক্ষক ও শিক্ষানুরাগীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ।

শিক্ষা দফতরের জারি করা ফতোয়া অনুযায়ী, আগামী ২৩ ও ২৬ সেপ্টেম্বর স্কুলগুলিতে বাধ্যতামূলকভাবে বক্তৃতা, বসে আঁকো এবং নাটক প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে হবে। চিত্রাঙ্কন ও বক্তৃতার বিষয় হিসেবে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে '২০৪৭ সালের স্বপ্নের ভারত'। আর নাটকের বিষয়? সেখানে তুলে ধরতে হবে খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রশাসনিক কাজ!

শিক্ষাদফতরের অবশ্য খোঁড়া যুক্তি, ওই দুদিন তৃতীয় সিমেস্টারের কোনও পরীক্ষা নেই, তাই অনুষ্ঠান করতে বাধা কোথায়? কিন্তু বাস্তবে ২১ সেপ্টেম্বর থেকে ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত টানা চলবে এই গুরুত্বপূর্ণ সেমেস্টার। পরীক্ষার এই চূড়ান্ত মানসিক চাপের আবহে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষার্থীদের কেন এই আদ্যোপান্ত রাজনৈতিক মোড়কে মোড়া কর্মসূচি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হল না, সেই প্রশ্ন তুলে সরব হয়েছেন প্রধান শিক্ষকদের একাংশ।

শাসক দলের এই মোসাহেবি এখানেই থেমে থাকেনি। বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন উপলক্ষে 'আশীর্বাদের প্রদীপ' জ্বালানোর আরও একটি প্রহসনমূলক নির্দেশিকা চাপানো হয়েছে স্কুলগুলির ঘাড়ে। সন্ধ্যা ৭টায় পড়ুয়া ও তাঁদের পরিবারকে প্রদীপ জ্বালাতে বলা হয়েছে। সন্ধ্যাবেলা স্কুল বন্ধ থাকার কারণে এই নির্দেশ পালন করা কার্যত অসম্ভব জেনেও ফতোয়া জারি থেকে পিছপা হয়নি প্রশাসন। অগত্যা স্কুলগুলি পড়ুয়াদের প্রদীপ বিলি করে বাড়িতে ছবি তুলে রাখার নির্দেশ দিচ্ছে, যাতে 'প্রমাণ' হিসেবে সেই ছবি শিক্ষা দফতরে পাঠানো যায়!

ওয়াকিবহাল মহলের মতে, সরকারি পরিকাঠামোকে ব্যবহার করে নেহাতই এক ব্যক্তির রাজনৈতিক প্রচার চালানোর এই চেষ্টা আসলে শিক্ষাব্যবস্থার চরম অবক্ষয়েরই প্রতিচ্ছবি। পরীক্ষার মাঝে পড়ুয়াদের মনোযোগ নষ্ট করে, তাদের দিয়ে জোর করে প্রধানমন্ত্রীর 'প্রশাসনিক কাজ'-এর নাটক করানোটা কোনও মতেই শিক্ষামূলক হতে পারে না; বরং এটি শিক্ষাঙ্গনের নির্লজ্জ দলীয়করণের এক ভয়ংকর উদাহরণ। সাধারণ করদাতার টাকায় চলা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে এভাবে রাজনৈতিক পিআর এজেন্সিতে পরিণত করার দায় কে নেবে, তা নিয়ে আজ বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন তৈরি হয়েছে।

ডানকুনির বেইমান নেতার বাড়িতে বিক্ষোভ মহিলাদের

প্রতিবেদন : বেইমান দলের নেতা প্রকাশ রাহার বাড়িতে ডিম-হামলা। কোনও পদে না থেকেও বাংলার বাড়ি প্রকল্পের টাকা পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সাধারণ মানুষের থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করে। মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দেয়। মেলেনি কিছুই। ঘটনায় বেইমান নেতার বাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখান মহিলারা। ছোঁড়া হয় ডিম। উঠেছে গ্রেফতারির দাবিও। বালিশ শিবিরের এই নেতার বাড়ি ডানকুনি পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডে। স্থানীয় এক বাসিন্দার অভিযোগ, জায়গা কিনে বাড়ি করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল প্রতারক প্রকাশ। কেউ লোন তুলে, কেউ আবার সোনা বিক্রি করে টাকা জোগাড় করে দেন। সেই টাকা তো শোধ হয়ইনি, মেলেনি বাড়িও।

বাংলার বাড়ি'র লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ

এদিন মহিলারা প্রতারক নেতার স্বাক্ষরিত চুক্তির প্রমাণপত্র নিয়ে বাড়ি ঘেরাও করেন। ক্ষোভে ফেটে পড়েন প্রতারিত মহিলারা। নিজেদের হকের টাকা চাওয়ায় পাল্টা তাঁদের বিরুদ্ধেই মামলা করা হয়। প্রতিবাদ জানানোর শাস্তি ২৫ লক্ষ টাকা! এই ঘটনায় পুলিশ কোনও ব্যবস্থাই নিচ্ছে না। পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে প্রকাশ। সর্বস্ব খুইয়ে অসহায় এই পরিবারগুলি।

দক্ষিণে কমলা সতর্কতা জারি, উত্তরেও ভারী বৃষ্টি

প্রতিবেদন : ভারী বৃষ্টির পর এবার বজ্র বিদ্যুতের চোখ রাঙানি। এরফলে দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বৃষ্টির কমলা সর্তকতা। উত্তরবঙ্গ থেকে উত্তর ওড়িশা পর্যন্ত একটি অক্ষরেখাও রয়েছে। এর সঙ্গে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকছে রাজ্যে। আর সেই কারণেই দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে বৃষ্টির প্রবণতা বাড়ছে। তবে এর মধ্যেও বজায় থাকবে ভ্যাপসা গরম ও অস্বস্তি। সঙ্গে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকায় সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। রবিবার পর্যন্ত দুর্যোগ চলবে দক্ষিণের জেলায়। শুক্রবার উত্তরবঙ্গেও বিক্ষিপ্ত ভাবে ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং এবং আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়াও বাকি জেলাগুলিতেও বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি, বজ্রপাত এবং ঝোড়ো হাওয়ার সতর্কতা রয়েছে আগামী দু'দিন। শনিবার থেকে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি কমবে। সোমবার থেকে ঝড়বৃষ্টির পরিমাণ কমতে পারে দক্ষিণবঙ্গে। পূর্বাভাস মতই বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকা, শহরতলি এবং দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি শুরু হয়। কলকাতার বিভিন্ন অংশে দফায় দফায় বৃষ্টি শুরু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সল্টলেকের বিভিন্ন এলাকায় দমকা হাওয়ার দাপট লক্ষ্য করা গেছে।

আজ বিশ্বকর্মা-পুজো। তার আগে বৃহস্পতিবার সাইকেলে চেপে মণ্ডপে চলল বিশ্বকর্মার মূর্তি।

কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে ধোঁয়া তুমুল আতঙ্ক যাত্রীদের মধ্যে

প্রতিবেদন : শিয়ালদহ স্টেশন থেকে উত্তরবঙ্গগামী ১৩১৭৩ আপ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ছাড়ার পরেই ছন্দপতন। হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনের বেলমুড়ি স্টেশনের কাছে আসতেই আচমকা যান্ত্রিক ত্রুটির জেরে দাঁড়িয়ে পড়ল ট্রেন। কামরার নীচ থেকে গলগল করে কালো ধোঁয়ায় বেরোতে দেখেন যাত্রীরা। এই ঘটনার জেরে ট্রেনের ভেতরে হুড়োহুড়ি এবং চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। রেলের এই চরম অব্যবস্থা এবং রক্ষণাবেক্ষণের অভাব নিয়ে ফের একবার ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন সাধারণ যাত্রীরা। ৮টা নাগাদ ট্রেনটি যখন বেলমুড়ি স্টেশন পার হচ্ছিল, তখন আচমকাই ঝাঁকুনি দিয়ে গতি কমে যায়। এর পরপরই একটি কামরার চাকার কাছ থেকে কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়া বেরোতে দেখা যায়। চলন্ত ট্রেনে ধোঁয়া দেখে যাত্রীদের মনে স্বভাবতই পুরোনো বড়সড় দুর্ঘটনার স্মৃতি দানা বাঁধে। আগুন লাগার আশঙ্কায় কামরার ভেতরে থাকা যাত্রীরা চিৎকার শুরু করেন এবং ট্রেন থামতেই ব্যাগপত্র ফেলে লাইনের ওপর ও প্ল্যাটফর্মে হুড়মুড় করে নেমে আসেন। অফিস টাইমে মাঝপথে এভাবে ট্রেন বিকল হয়ে যাওয়ায় রেলের পরিকাঠামো নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠে গেছে। যাত্রীদের অভিযোগ, রেল প্রশাসন সাধারণ মানুষের দূরপাল্লার যাত্রাকে কার্যত ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিয়েছে। কোটি কোটি টাকার আধুনিকীকরণের প্রচার চললেও নূন্যতম রক্ষণাবেক্ষণে যে চরম গাফিলতি রয়েছে, এই ঘটনা তারই প্রমাণ। কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস আচমকা লাইনের ওপর দাঁড়িয়ে পড়ায় পেছনের অন্য ট্রেনগুলিও সাময়িকভাবে আটকে পড়ে। গন্তব্যে পৌঁছানোর তাড়াহুড়ো থাকলেও মাঝপথে দীর্ঘক্ষণ লাইনের ওপর আটকে থাকতে হয় যাত্রীদের।

তৃণমূল নেতাকে খরচার খাতায় ফেলার হুমকি বিজেপি নেতার

সংবাদদাতা, বারাসত : প্রকাশ্যে দু মিনিটে খরচার খাতায় ফেলার হুঁশিয়ারি। তৃণমূল নেতা মেহেদি হাসানকে প্রাণনাশের হুমকি বিজেপির বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা সভাপতির। দুঃসাহসের সীমা পার করছে মস্তান দল। ঘটনাটি বারাসত ২ নম্বরের খড়িবাড়ি এলাকার।

শুধুমাত্র বিজেপি করায় পার পেয়ে গেল ওই নেতা। কোনও পদক্ষেপ নেয়নি পুলিশ। এই বক্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই পাল্টা সরব মেহেদি হাসান। তাঁর অভিযোগ, খরচা করা বলতে কার্যত খুনের হুমকি বোঝায়। তবে এই ধরনের হুমকিতে তিনি ভয় পান না। বিষয়টি প্রশাসনকে জানিয়ে আইনত ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও জানিয়েছেন। তৃণমূল নেতার আরও দাবি, হুমকির পর তাঁর কোনও ক্ষতি হলে দায় সংশ্লিষ্ট বিজেপি নেতার উপরই বর্তাবে। এই ঘটনায় আবারও মুখ পুড়ল বিজেপির।

বাগনানে বাজ পড়ে মৃত এক

প্রতিবেদন : সকাল থেকেই সতর্কতা জারি করেছিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। বিকেল গড়াতেই এল দুঃসংবাদ। বৃহস্পতিবার বিকেলে বাগনান থানার সামতা গ্রামে বাজ পড়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। মৃতের নাম উত্তম ভৌমিক (৪৮)। বাড়ি সামতা পশ্চিম পাড়ায়। বাগনান থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উলুবেড়িয়া শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গভর্নমেন্ট মেডিক্যালে পাঠিয়েছে। বিকেল ৪.৫০ থেকে পরবর্তী ২-৩ ঘণ্টার মধ্যে হাওড়া জেলার কিছু অংশে মাঝারি বজ্রপাত, তীব্র বৃষ্টি এবং ৩০-৪০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে থাকে। সেই সময় হাওড়ার বাসিন্দাদের আতঙ্কিত না হয়ে সতর্ক থাকার বার্তা দেওয়া হয় আবহাওয়া দফতরের তরফে। হাওড়ার অনেক বাসিন্দার মোবাইল ফোনে হঠাৎ সাইরেন বেজে ওঠে ও ফ্ল্যাশ লাইট জ্বলে ওঠে। আদতে এটা ছিল সতর্কবার্তা

শনিবার বারাসত বি-গার্ডেন বাস পরিষেবা বন্ধ থাকবে। বাস মজদুর সংঘ এবং বাস মালিক সংগঠনের তরফে এই নোটিশ জারি করা হয়েছে। বিঘ্নিত হবে যাত্রী পরিষেবা

পুজোর আগে ফের উচ্ছেদের নোটিশ, বিপাকে ব্যবসায়ীরা

প্রতিবেদন : বিজেপির বুলডোজারের রাজনীতি অব্যাহত। পুজোর আগে ফের উচ্ছেদের নোটিশ ধরানো হল কয়েক হাজার ব্যবসায়ীদের। উৎসবের মরশুমে এমন নোটিশ পেয়ে মাথায় হাত ব্যবসায়ীদের। হুগলি জেলাশাসকের কার্যালয়-সংলগ্ন এলাকা, ঘড়ি মোড়, কোর্ট চত্বর এবং মাঠের ধার থেকে ক্ষুদ্র ও অস্থায়ী ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদের নোটিশ দিয়েছে পূর্ত দফতর। বর্তমান সরকারের এই পেটে-লাথি-মারার রাজনীতি তাঁদের অমানবিকতাকেই সামনে নিয়ে এল আরও একবার। বুধবার হঠাৎ করেই পূর্ত দফতর ও চুঁচুড়া থানার পুলিশের তরফ থেকে মাত্র ২৪ ঘণ্টার সময়সীমা বেঁধে দিয়ে দোকানপাট খালি করার চরম নির্দেশ জারি করা হয়। বৃহস্পতিবারের মধ্যেই এলাকা সাফ করার এই ফতোয়া শুনে কার্যত বজ্রাঘাত হয়েছে এই অঞ্চলের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের মাথায়। ক্ষোভে ও আতঙ্কে ফুঁসছেন তাঁরা। দীর্ঘ ৩০-৪০ বছর ধরে যাঁরা এই চত্বরে ব্যবসা করে কোনওরকমে ডাল-ভাতের সংস্থান করছিলেন,

তাঁদের উৎসবের মুখে অথৈ জলে ফেলে দেওয়ায় প্রশাসনের ভূমিকা প্রশ্নের মুখে পড়েছে।

ব্যবসায়ীদের স্পষ্ট অভিযোগ, কয়েক দশক ধরে আমরা এখানে ব্যবসা করছি। প্রশাসন আমাদের জন্য বিকল্প কোনও জায়গার ব্যবস্থা না করেই উচ্ছেদের নোটিশ ধরিয়েছে। তাঁদের প্রশ্ন, কেন আমাদের সঙ্গে একটা বৈঠক করার প্রয়োজন মনে করল না এই সরকার? এই অগণতান্ত্রিক মানসিকতা প্রমাণ করে যে, সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের প্রতি এই সরকারের বিন্দুমাত্র দায়বদ্ধতা অবশিষ্ট নেই।

শিক্ষাঙ্গনের নিরাপত্তা নিয়ে কড়া হাইকোর্ট

প্রতিবেদন : যাদবপুর সহ রাজ্যের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে নিরাপত্তা নিয়ে কড়া কলকাতা হাই কোর্ট। নিরাপত্তা চেয়ে মামলায় বৃহস্পতিবার হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগের ডিভিশন বেঞ্চের স্পষ্ট নির্দেশ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। কোনওভাবে আইনশৃঙ্খলা অবনতি হতে দেওয়া যাবে না। এদিন এই সংক্রান্ত মামলায় রাজ্যের তরফে হলফনামা দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের আশ্বাসও দেওয়ায় হয়েছে। রাজ্যের হলফনামার প্রেক্ষিতে সব বিশ্ব বিদ্যালয়কে তাদের বক্তব্য জানাতে হবে। আগামী ৫ অক্টোবর মামলার পরবর্তী শুনানি। এদিন মামলার শুনানি পর্বে আদালতের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ, এটা এমন একটা মামলা যেখানে কোনও পক্ষ আপত্তি করতে পারে বলে মনে করি না।

আজ নির্দেশ দেবেন নেত্রী

(প্রথম পাতার পর)

যারাই বিজেপির বিরোধিতা করেছে, তাদেরকেই অগণতান্ত্রিক এবং বেআইনি পদ্ধতিতে শেষ করার খেলায় নেমেছে। কংগ্রেস কমিশনের এই জঘন্য ঘটনার তীব্র বিরোধিতা করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রতীক ও নাম ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানাচ্ছে। সমাজবাদী নেতা অখিলেশ যাদব বলেন, দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ভেঙে চুরমার খেলায় নেমেছে কমিশন। একটাই প্রশ্ন, সমাজবাদী দলের হলফনামা কমিশন পেয়েছিল? ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন সিজেপি নেতা সৌরভ দাসও। সৌরভের সাফ কথা, কমিশন এখন বিজেপির ঘৃণ্য কাজের অন্যতম হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সিদ্ধান্তের মূল্য চোকাতে হবে নির্বাচন কমিশনকে।

পাশাপাশি বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশনে তথ্য দিয়ে দীর্ঘ দেড় ঘণ্টার সওয়াল করেন তৃণমূল প্রতিনিধিরা। সেই সওয়াল জবাবে ছিলেন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দলের তিন প্রতিনিধি— ডেরেক ও'ব্রায়েন, মহুয়া মৈত্র ও সাগরিকা ঘোষ। বেরিয়ে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কল্যাণ বলেন, কমিশন যা জানতে চেয়েছিল সে প্রেক্ষিতে প্রতিটি বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা এবং উত্তর দেওয়া হয়েছে। বালিশ-নেতাকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, ভারতের রাজনীতির ইতিহাসে উনি একমাত্র রাজনীতিক যাকে পরপর দুটি রাজনৈতিক দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লড়াই করে যে পার্টি তৈরি করেছেন, উনি সিপিএম থেকে উড়ে এসে কীভাবে সেই পার্টির জনক হতে পারেন? দলের প্রতীকের জন্ম তো উনি দেননি।

কমিশনে তৃণমূল প্রতিনিধি দল বলে, যদি সিভিল কোর্টের কোনও অন্তর্বর্তী থাকে তবে সেই কোর্টে গিয়ে দাবি প্রত্যাহার করা উচিত। আপনি যদি নির্বাচন কমিশনের উপর নির্ভর করেন, তাহলে সিভিল কোর্টের নির্দেশের উপর নির্ভর করতে পারেন না। দুটোই একসঙ্গে চলতে পারে না। তাই আমরা বলছি, কোনও অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশ যেন না দেওয়া হয়।

দলীয় নির্বাচন নিয়ে যেসব কথা বেইমানরা যা বলেছে তা সর্বৈব মিথ্যা জানিয়ে বলা হয়, কমিশনের নির্দেশ মেনে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচন হয়েছে। ২০২৭ সালের ৩১ জানুয়ারির মধ্যে পরবর্তী নির্বাচন হবে। যারা দাবি করছে তৃণমূল কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে তারা মিথ্যা বলছে। যদি তাই হয়, তাহলে তারা কীভাবে তৃণমূলের প্রতীকে জিতে বিধায়ক হল? এরপর কল্যাণ বলেন, দলের প্রতীক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৈরি। দল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করেছেন। বেইমানরা সেই প্রতীকে জিতে বিধায়ক হয়েছে। ৬ মের সভায় বেইমানদের মাথা ছিল। ১৯ মের সভায়ও ছিল। ৩ জুন অধ্যক্ষর কাছে যে চিঠি লেখা হয়েছিল, সেখানে বলা হয়েছিল বেইমানরা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক মানে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের অস্তিত্ব রয়েছে।

এরপর বিভিন্ন কমিটি তৈরির প্রসঙ্গ তুলে প্রতিনিধিরা বলেন, হঠাৎ একটা কমিটি তৈরি হয়ে গেল। ব্লক, জেলা–সহ গ্রাউন্ড লেভেলে নোটিশ ও নির্বাচন ছাড়াই কমিটি হতে পারে নাকি? আমরাও সাংসদ। আমাদের কোনও নোটিশ দেওয়া হয়নি। চেয়ারপার্সনকেও নোটিশ দেওয়া হয়নি। নিজেদের কয়েকজনকে নিয়ে তারা বৈঠক করেছিল। কোনও পাবলিক নোটিশ ইস্যু হয়নি।

কল্যাণ স্পষ্ট বলেন, বেইমানদের দাবিতে কোনও যুক্তি নেই। কোনও মধ্যবর্তী নির্দেশ কেন, কোনও ধরনের নির্দেশই কমিশনের দেওয়া উচিত নয়। এরপরই কল্যাণের প্রশ্ন, একজনও সাংসদ আছে ওদের সঙ্গে? ক'জন কাউন্সিলর আছে? যে ৬০ জন বিধায়কের কথা বলছে, ওটা আসলে সব স্বপ্ন। প্রতিনিধিদের তরফে কমিশনকে বলা হয়, ব্রিগেডে সভা ডাকা হোক। সেই সভার লোক দেখেই বিচার করে নেবেন বেইমান কারা?

বন্ধ টিটাগড়ের জুটমিল, পুজোর মুখে দুশ্চিন্তায় শ্রমিকেরা

প্রতিবেদন : পুজোর মুখে বন্ধ উত্তর ২৪ পরগনার টিটাগড়ের লুমটেক্স জুটমিল। আচমকা কর্মহীন হয়ে পড়েন কয়েক হাজার শ্রমিক। সোমবার পর্যন্ত কাজ করেন তাঁরা। মঙ্গলবার সকালে পৌঁছতেই দেখেন মিলে ঝুলছে তালা। বাইরে টাঙানো 'সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক'-এর নোটিশ। কী কারণে বন্ধ করা হল তা জানা যায়নি। এখন প্রশ্ন উঠছে বেতন সহ বাকি বকেয়ার কী হবে? তা সময়ে মিলবে তো? বিজেপির সরকারে সবই অনিশ্চিত। দিন দিন গরিব ও মধ্যবিত্তের মুখের হাসি কাড়ছে এই অত্যাচারি সরকার।

মাস দুয়েক চলার পরই তালা ঝুলিয়ে দিল সরকার। জানা যায়, কাজ শুরু হলেও শ্রমিকদের ডিএ মেটানো-সহ আরও কয়েকটি দাবি ছিল। ১২ সেপ্টেম্বর শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে এই বিষয়ে বৈঠকও হয়েছিল। তাতেও তেমন কোনও সুরাহা হয়নি।

শ্রমিকেরা নিজেদের পাওনার দাবিদাওয়া করছিলেন এটাই নাকি তাঁদের দোষ। নিজেদের পাওনা গন্ডা বুঝে নেওয়ার দাবিতে তো কোনও অন্যায় নেই? তবে কেন বন্ধ হল সবেমাত্র চালু হওয়া জুটমিল? আদৌ কি আর খুলবে? পুজোর মুখে কর্মহীন হয়ে দুশ্চিন্তায় শ্রমিকেরা।

হাওড়ায় স্কুল ভেঙে প্রোমোটিংয়ের চক্রান্ত অভিযুক্ত বিজেপি-ঘনিষ্ঠ এক প্রোমোটার

প্রতিবেদন : হাওড়ায় স্কুল তুলে প্রোমোটিংয়ের চক্রান্ত। ১৯৫৪ সালে চালু হওয়া মধ্য হাওড়ার সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত দেশবন্ধু স্কুলটি তুলে দেওয়ার ফন্দি আঁটছে প্রশাসন। প্রোমোটারের হাতে তুলে দিয়ে বহুতল বানানোর চক্রান্ত করছে বর্তমান সরকার।

প্রোমোটারের দাবি, বহুতলের সঙ্গে একটি স্কুলও তৈরি করে দেওয়া হবে। এই সিদ্ধান্ত মানতে নারাজ স্কুলের প্রাক্তনীরা। প্রোমোটারির বিরোধিতায় সরব হন। পোস্টার, ব্যানার নিয়ে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যেতেই স্কুলের প্রধান শিক্ষক অরূপ কুমার দাস হাওড়া জেলার স্কুল শিক্ষা পরিদর্শককে দুপুরেই চিঠি পাঠান। স্কুল বাঁচাতে তাঁর দারস্থ হন। বৈঠকও হয়। কিন্তু বিজেপি ঘনিষ্ঠ প্রোমোটারের হাত থেকে স্কুলটি বাঁচানো যাবে কিনা সংশয় রয়েছে।

উল্লেখ্য, মধ্য হাওড়ার এই স্কুলটি রয়েছে ১৮৪ নেতাজি সুভাষ রোডে। দেশে যখন ব্রিটিশ শাসন ছিল তখন ওই বাড়িতে থাকতেন কর্টন সাহেব। প্লেগের সময় সেই বাড়িতে অস্থায়ী হাসপাতাল তৈরি করা হয়। পরে সেখানে বোর্ডিং স্কুল হয়। পরে এটি দেশবন্ধু স্কুল নামে আত্মপ্রকাশ করে।

উদ্যোগ নিয়েও ব্যর্থ, আদৌ কি সিসি ক্যামেরায় মুড়বে যাদবপুর ক্যাম্পাস?

প্রতিবেদন : একের পর এক অনভিপ্রেত ঘটনার পর অবশেষে কি সিসিটিভি ক্যামেরার নজরদারিতে মুড়তে চলেছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস? ২০২৩ সালের প্রথম বর্ষের ছাত্রের রহস্যমৃত্যু থেকে শুরু করে ২০২৬-এর অগস্টে ক্যাম্পাসের ভেতরে বহিরাগতদের তাণ্ডব ও নজিরবিহীন হিংসা, বারবার প্রশ্নের মুখে পড়েছে এই নামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা। এই আবহে ক্যাম্পাসের প্রতিটি কোণকে সিসিটিভির আওতায় আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। তবে প্রশ্ন উঠছে, এর আগেও একাধিকবার এমন উদ্যোগ নেওয়া হলেও যা বাস্তবায়ন করা যায়নি, এবার কি আদৌ তা সম্ভব হবে? রেজিস্টার অফিস থেকে জারি করা নতুন নির্দেশিকায় বলা হয়েছে , ক্যাম্পাসে নজরদারি বাড়াতে সিসিটিভির অডিট করা হবে এবং আলোর সংখ্যা বাড়ানো হবে। বর্তমানে ক্যাম্পাসের গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলিতে প্রায় ৭০টি ক্যামেরা সচল থাকলেও, সেগুলিকে বাড়িয়ে গোটা ক্যাম্পাসকে মুড়ে ফেলার পরিকল্পনা রয়েছে।

ছাত্ররা দাবি করেছে সিসিটিভির মাধ্যমে নজরদারি চালালে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'মুক্ত চিন্তার পরিবেশ' ও 'ব্যক্তি স্বাধীনতা' খর্ব হবে। ছাত্র আন্দোলনের জেরে অতীতে বহুবার ক্যামেরা বসানোর কাজ থমকে গেছে, কিংবা বসানো ক্যামেরা ভেঙে ফেলার ঘটনাও ঘটেছে। ক্যাম্পাসের সর্বত্র সিসিটিভি ক্যামেরা আদৌ শেষ পর্যন্ত লাগানো যাবে কিনা, সেটাই দেখার।

দুরমুশ করলেন কুণাল

(প্রথম পাতার পর) এর আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে অসম্মান করা হয়েছে— এই অভিযোগ তুলে কুণাল ঘোষের বিরুদ্ধে প্রথমে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ জানান বেইমান কাকলি ঘোষদস্তিদার। তার পরই বারাসত থানায় তৃণমূল বিধায়কের বিরুদ্ধে এফআইআরও দায়ের করেন সাংসদ। তার ভিত্তিতে কুণাল ঘোষকে তলব করে পুলিশ। তলব পেয়ে আর দেরি না-করে বৃহস্পতিবার দুপুরেই থানায় হাজিরা দেন কুণাল। বেরিয়ে তিনি বলেন, যাঁরা অভিযোগ করছেন, আমি ওই পোস্টে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের কাউকে আক্রমণ করিনি, কারও পরিবারকে অসম্মান করিনি। আমি একটি ছবি পোস্ট করেছি, সেখানে কারও নামও বলিনি। তা হলে সেটা কীভাবে কাউকে অসম্মান করতে পারে! আর যারা তৃণমূলের প্রতীকে জিতে অন্য দলে চলে গিয়েছে, তাদের তো 'দলবদলু', 'বেইমান'ই বলব! কুণাল আরও বলেন, বিজেপির দালালেরা বিজেপির মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমার বিরুদ্ধে নালিশ করে পুলিশ লেলিয়ে দিয়েছে। এতেই স্পষ্ট গোটাটাই বিজেপির চক্রান্ত।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে কৃষি দফতরের এক তরুণী কর্মীকে সহবাস করার অভিযোগে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। মঙ্গলবার ভোররাতে ওই যুবককে পাকড়াও করা হয়

আমার বাংলা

18 September, 2026 • Friday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

৭
১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬
শুক্রবার

কোথায় ছিল প্রশাসন, ভূতনিতে অসুস্থ অন্তঃসত্ত্বা এতদিন পর উদ্ধার কেন?

প্রতিবেদন: ভূতনিতে জীবন যুদ্ধ চলছে। গত ১৫দিন ধরে জলমগ্ন মালদহের ভূতনি। খাবার নেই, জল নেই, নেই প্রয়োজনীয় ওষুধও। বুধবার বিজেপি বিধায়ক ত্রাণ নিয়ে বিপর্যস্ত মানুষের ক্ষোভের মুখে পড়েন। ডিঙি নৌকা নিয়ে রীতিমত ত্রাণ ভিক্ষা করতে গিয়েছে কয়েকশো মানুষকে। প্রশাসনের অব্যবস্থায় অনেকে ত্রাণ না পেয়ে ফিরেও গিয়েছেন। বৃহস্পতিবার ফের আরও একটি ছবি জোরালো প্রশ্ন তুলেছে। এদিন দেখা যায় গুরুতর অবস্থায় এক অন্তঃসত্ত্বাকে উদ্ধার করা হচ্ছে। প্রশ্ন উঠেছে এতদিন কোথায় ছিল প্রশাসন? কারণ, বন্যা বা অন্য কোনও বিপর্যয় ঘটলে ওই স্থান থেকে আগে তৎপরতার সঙ্গে শিশু, বয়স্ক, অন্তঃসত্ত্বা ও অসুস্থদের তৎপরতার সঙ্গে উদ্ধার করা হয়। কিন্তু বিজেপির আমলে এই হাল কেন? ১৫ দিন পর টনক নড়ল কেন? কেন আগে উদ্ধার করা হয়নি? প্রশ্ন উঠেছে ওই অন্তঃসত্ত্বার পরিস্থিতি যদি আরও খারাপ হত তার দায় কে নিত? চারমাসের বিজেপি সরকারের আমলে এমনই একের পর এক উদাসীনতা ছবি ফুটে উঠেছে। তৃণমূল কংগ্রেস-সহ সাধারণ মানুষ ভূতনিতে প্রশাসনের এই উদাসীনতার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েছে। বিজেপির নেতা কর্মীরা শুধু উচ্ছেদ, ইডি, সিবিআই নিয়েই মেতে রয়েছে। এত মানুষ বিপদে, তাঁদের কাছে ন্যুনতম খাবার, পানীয় জলটুকুও নেই কিন্তু প্রশাসনের এ বিষয়ে কোনও হেলদোল নেই। বিপর্যয়ে সঠিক সময়ে ত্রাণ পর্যন্ত যাচ্ছে না। বিজেপির বিরুদ্ধে ভূতনি-সহ বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষের ক্ষোভ আরও বাড়ছে। বাসিন্দারা বলছেন, এর আগে বহুবার নদী ভাঙনে বন্যা হয়েছে। তৃণমূল সরকারে থাকাকালীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ নেতা কর্মীরা দুর্গতদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বন্যা উপেক্ষা করে দুর্গতদের কাছে পৌঁছে গিয়েছেন। উদ্ধারের নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু বিজেপি আমলে মানুষ অসহায়। সঠিক সময়ে কোনও পরিষেবাই মিলছে না।

খাবারের জন্য হাহাকার চলছএ ভূতণিতে।

শিক্ষা দফতরের কার্যালয়ে কর্মীদের মোচ্ছব, চারিদিকে উঠল নিন্দার ঝড়

প্রতিবেদন : বিজেপির রাজত্বে চারিদিকে অনাচার। রাতে শিক্ষাদফরের কার্যালয়ে চলল কর্মীদের মোচ্ছব! ডিআই অফিসের মতো গুরুত্বপূর্ণ সরকারি কার্যালয়ে এই ধরনের আয়োজনকারী একাংশ কর্মীদের ভূমিকায় প্রশ্ন উঠেছে। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই নিন্দার ঝড় বালুরঘাট-সহ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়ে। বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের কাছেই রয়েছে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক বা ডিআই-এর কার্যালয়। বুধবার ডিআই অফিস ছুটির পর সেখানেই কিছু কর্মী পিকনিকের আয়োজন করেছিলেন। কার্যালয়ে থাকা আববাবপত্র এবং নথি বোঝাই আলমারির পাশেই দাউদাউ করে গ্যাস জ্বলছিল, খাসির মাংস রান্নার আয়োজন করেছিলেন কর্মীরা। সঙ্গে অনান্য আয়োজনও হয়েছিল। এর মধ্যে এই খবর জানতে পারেন জনা কয়েক শিক্ষক। এদিকে ডিআই অফিসে এমন মোচ্ছবের আয়োজনের খবর দ্রুত বিষয়টি ছড়িয়ে পড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায়। নিন্দার ঝড় উঠেছে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে। প্রশ্ন উঠেছে, কার্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ নথি-সহ জেলার শিক্ষক, শিক্ষিকাদের চাকরি সংক্রান্ত কাগজপত্র ওই কার্যালয়ে রয়েছে, এটি সাধারণ কোনও অফিস বা কার্যালয় না। শিক্ষা কার্যালয়ের মত জায়গায় রাতের বেলা গ্যাসে রান্না করে পিকনিক করা যায় কী? প্রশআসনের নাকের ডগায় এসব হওয়ার পরও কোনও হেলদোল নেই কেন তা উঠেছে প্রশ্ন।

বক্সায় বিপত্তি

■ তিন মাস বন্ধ থাকার পর বুধবার পর্যটকদের জন্য জঙ্গল খুলতেই বিবাদ শুরু হয়েছে বক্সা টাইগার রিজার্ভে। বন দফতরের সঙ্গে স্থানীয় পর্যটন ব্যবসায়ী ও বাসিন্দাদের ঠান্ডা লড়াই শুরু হয়েছে। বন দফতর পর্যটনের জন্য যে নতুন নিয়ম চালু করেছে, তাতেই ক্ষুব্ধ অনেকে। বক্সা ও জয়ন্তীতে পর্যটন ব্যবসা বড় ক্ষতির মুখে পড়বে বলেই আশঙ্কা করা হচ্ছে। অন্যদিকে, বন দফতরের দাবি, নিয়ম মেনেই সমস্ত পদক্ষেপ করা হচ্ছে। দিনভর চাপা উত্তেজনা ছিল রাজাভাতখাওয়া ও জয়ন্তীতে।

অব্যবহৃত নতুন ভবন, বেডের অভাবে মেঝেতেই পড়ে আছে রোগী, ক্ষোভ

প্রতিবেদন : বিজেপির রাজত্বে চরম সমস্যায় স্বাস্থ্য পরিষেবা। ভেঙে পড়েছে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা। রোগিদের সুবিধায় আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নতুন ভবন তৈরি করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই ভবন অবেহেলায় পড়ে রয়েছে। পুরনো ভবনের মেঝেতে পড়ে রয়েছে রোগীরা। এই দুর্ভোগ নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন রোগীদের পরিজনরা। বিজয়া বর্মন নামে এক রোগীর আত্মীয় বলেন, ভর্তির পরেই জানিয়ে দেওয়া হল বেড নেই। শেষপর্যন্ত মেঝেতেই জায়গা হয়েছে। অসুস্থ মানুষটাকে মেঝেতে শুইয়ে রাখতে হচ্ছে, এটা খুবই কষ্টের। তাঁর পাশে থাকা আর এক রোগীর আত্মীয় মিলি রায় বললেন, বৃষ্টি হলেই বারান্দায় জল ছিটে আসে। পাশ দিয়ে মানুষজনের যাতায়াতের সময় জায়গাটা পুরো কাদা কাদা হয়ে যায়। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, এখানে অনুমোদিত শয্যা সংখ্যা ৪২৪টি হলেও বাস্তবে চালু রয়েছে ৩৮০টির মতো। অথচ বর্তমানে

সেখানে ভর্তি রোগীর সংখ্যা ৪৭৯ ছাড়িয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ প্রায় ৯৯ জন অতিরিক্ত রোগীকে জায়গা দিতে গিয়ে হিমসিম খাচ্ছে কর্তৃপক্ষ।

সামান্য বৃষ্টিতেই জলমগ্ন শিলিগুড়ি

প্রতিবেদন : ৪৫ মিনিটের বৃষ্টিতে ফের জলমগ্ন হয়ে পড়ল শিলিগুড়ি শহরের একাধিক এলাকা। বুধবার সকালে বৃষ্টিতে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ও বাজার এলাকায় জল দাঁড়িয়ে যাওয়ায় ব্যাপক সমস্যায় পড়তে হয় সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে ব্যবসায়ীদের। যার জেরে ফের একবার প্রশ্নের মুখে শহরের জলনিকাশি ব্যবস্থা। শহরের টিকিয়াপাড়া মোড়, হাসপাতাল মোড়, হায়দরপাড়া বাজারের পাশাপাশি চম্পাসারি থেকে দার্জিলিং মোড়ের মাঝে নির্মীয়মাণ জাতীয় সড়কে বৃষ্টির জল দাঁড়িয়ে যায়।

কুলিকে প্রবেশমূল্য বাড়াতেই কমছে পর্যটকদের সংখ্যা

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার পর্যটন শিল্পকে অন্যমাত্রায় নিয়ে গিয়েছিলেন। বিজেপি সরকার তা ধ্বংস করছে। উৎসবের মরশুমে পর্যটনকেন্দ্রগুলিতে প্রবেশ মূল্য বৃদ্ধির ফলে কমছে পর্যটকদের সংখ্যা। এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম উত্তর দিনাজপুরের কুলিক পক্ষীনিবাসে প্রবেশমূল্য বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে পর্যটন দফতর। ১৫ সেপ্টেম্বর থেকেই মাথাপিছু টিকিটের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ১২০ টাকা। যদিও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ৫০ শতাংশ ছাড়ের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, তবুও একলাফে এই মূল্যবৃদ্ধির জেরে সাধারণ পর্যটক ও স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে তৈরি হয়েছে তীব্র অসন্তোষ। মাথাপিছু প্রবেশমূল্য ধার্য করা হয়েছে ১২০ টাকা। পর্যটন কেন্দ্রটির উন্নত পরিকাঠামো এবং সার্বিক উন্নয়নের জন্যই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে বিভাগ। সম্প্রতি রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী রায়গঞ্জে এসে বিশেষজ্ঞ সংস্থাকে দিয়ে কুলিক পক্ষী

নিবাসে ডিপিআর তৈরি করে কাজ শুরুর আশ্বাস দিয়েছেন। কিন্তু তার কিছুদিনের মধ্যেই অতিরিক্ত টিকিট এর দাম লাগু করে পর্যটক আসার পথই প্রায় বন্ধের মুখে। কারণ বছরের এই সময়ই পাখী দেখতে বেশি সংখ্যক পর্যটক আসে। তা ছাড়া তেমন কোনো আকর্ষনীয় নেই এখানে। পূর্বতন রাজ্য সরকার এই পক্ষী নিবাস সাধারণের জন্য বিনামূল্য করেছিলো। এতে কুলিক পক্ষী নিবাসে অনেক পর্যটক আসতেন। কিন্তু এখন একসঙ্গে অনেক সদস্য নিয়ে বেড়াতে আসা পরিবারগুলির পক্ষে এই খরচ বহন করা কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অতিরিক্ত দামের কারণে অনেকে ভেতর প্রবেশ না করেই ফিরে যাচ্ছেন শীতের পর্যটন মরশুমের আগে এই মূল্যবৃদ্ধির ফলে পর্যটক সংখ্যা কমে যাওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। তাঁরা প্রবেশমূল্য কিছুটা কমানোর দাবি জানিয়েছেন। পর্যটন শিল্পকে চাঙ্গা করতে এবং পরিকাঠামো উন্নত করার কথা বলা হলেও, অতিরিক্ত প্রবেশমূল্যের কারণে সাধারণ মধ্যবিত্ত পর্যটকরা কতটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন, সেটাই এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। আসন্ন মরশুমে এর কী প্রভাব পড়ে, এখন সেদিকেই নজর সকলের।

আমার বাংলা
18 September, 2026 • Friday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সেতু নেই, হাঁটুজল ভেঙেই পড়ুয়াদের যেতে হচ্ছে স্কুলে

প্রতিবেদন : টানা বৃষ্টিতে এলাকা জলমগ্ন। হুঁশ নেই প্রশাসনের। একহাঁটু জল ডিঙিয়েই স্কুল যেতে হচ্ছে কচিকাঁচাদের। ওই ভেজা পোশাক পরেই স্কুল করতে হচ্ছে। ফলে জ্বর-সর্দি হচ্ছে। বেলপাহাড়ির প্রত্যন্ত গ্রামগুলির এটাই চিত্র।

সান্দাপাড়া অঞ্চলের ডড়রা গ্রামের লোধা-শবর, আদিবাসী জনজাতির খুদে পড়ুয়ারা ডুলুং নদী পেরোতে গিয়ে ভিজে যায়। কারণ, বর্ষায় ডুলুংয়ে প্রায় এক কোমর জল থাকে। শুধু পড়ুয়ারা নয়, সমস্যায় পড়েন এলাকার বাসিন্দারাও। গ্রামবাসীদের কথায়, এবারের বৃষ্টিতে এই সমস্যা লেগেই রয়েছে। কেউ অসুস্থ হলে তাঁকে খাটে তুলে নদী পেরোতে হয়। নদী পেরিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে অনেকক্ষেত্রে রোগী মারাও গেছেন। গত চার মাস ধরে সেতুর দাবি করে আসছেন গ্রামবাসীরা। কিন্তু হুঁশ নেই প্রশাসনের। বেলপাহাড়ি থেকে রাঙামেটিয়া গ্রাম হয়ে ডড়রা গ্রামে যাওয়া যায়। ডড়রা গ্রামে নায়েক, মাহাতো, শবর, আদিবাসী ও মুড়া নামে পাঁচটি পাড়া রয়েছে। তার মধ্যে ডুলুং নদীর ওপারে রয়েছে শবর, মুড়া ও আদিবাসী পাড়া। এই তিনটি পাড়ার মানুষ নদী পেরিয়ে রাঙামাটিয়া হয়ে বেলপাহাড়ি যাতায়াত করে। গ্রামবাসীদের কথায়, গ্রাম থেকে নদী পেরিয়ে রাঙামেটিয়া যাওয়ার জন্য কোনও রাস্তা নেই তাদের। জমির আল ধরে যাতায়াত করতে হয়। আর এবারের বর্ষায় নদীর জল বেড়ে যাতায়াত বন্ধ হয়ে গেছে। স্কুলে যেতে পারে না কচিকাঁচারা। জানা গেছে, ডড়রা গ্রামের পড়ুয়ারা নদী পেরিয়ে রাঙামেটিয়া প্রাইমারি স্কুল এবং প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে ডুমুরিয়া ও বোনশোল জুনিয়র স্কুলে যেতে হয়। মাধ্যমিক স্তরের পড়াশুনোর জন্য যেতে হয় বেলপাহাড়ি। বেলপাহাড়ির ডাকাই উপত্যকা থেকে ডুলুং নদী শুরু হয়ে শিমুলপাল, রাঙামেটিয়া, ডড়রা গ্রাম হয়ে চেকাপালের দিকে বয়ে গেছে। সারা বছর গোড়ালি সমান জল থাকলেও বর্ষার সময়ে তা ফুলে ফেঁপে ওঠে। এতকিছুর পরে বারবার প্রশাসনকে বলা হচ্ছে। কিন্তু হেলদোল নেই কর্তৃপক্ষের।

বেলপাহাড়ি

এভাবেই প্রতিদিন স্কুলে যেতে হয় পড়ুয়াদের।

ঝাড়গ্রামে আচমকা মদের ভাটিতে পুলিশের হানা।

চাপে পড়ে চোলাইয়ের ঠেকে পুলিশি অভিযান

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : মাদকমুক্ত সমাজ গড়তে চায় বিজেপি। কিন্তু মাদক সেবন কোনওমতেই বন্ধ করা যাচ্ছে না। প্রশাসন সব জেনেও চুপ। এর ফলে চারিদিকে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। চাপে পড়ে অবশেষে অভিযানে নামল পুলিশ। বুধবার ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় বেআইনি চোলাই মদের কারবারের বিরুদ্ধে যৌথ অভিযান চালায় নয়াগ্রাম সার্কেলের আবগারি দফতর ও সাঁকরাইল থানার পুলিশ। সাঁকরাইল ব্লকের চিড়াকুটি ও গুড়িগোট এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে বেশ কয়েকটি বেআইনি চোলাই মদের ঠেক ভেঙে দেওয়া হয়। অভিযান চলাকালীন বেশ কয়েক লিটার তৈরি চোলাই মদ নষ্ট করে দেওয়ার পাশাপাশি চোলাই মদ তৈরিতে ব্যবহৃত বিপুল পরিমাণ ফারমেন্টেড ওয়াশও নষ্ট করা হয়। একই সঙ্গে মদ তৈরির কাজে ব্যবহৃত বেশ কিছু সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ ও আবগারি দফতর। অভিযান চলাকালীন পুলিশ ও আবগারি দফতরের আধিকারিকদের দেখতে পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় চোলাই মদ কারবারের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা। ফলে এই ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বেশ কয়েকদিন ধরেই ওই এলাকাগুলিতে রমরমিয়ে চলছিল বেআইনি চোলাই মদের ব্যবসা। যৌথ অভিযানে একাধিক বেআইনি মদের ঠেক ভেঙে দেওয়ায় খুশি এলাকার সাধারণ মানুষ।

বড়সড় সাইবার প্রতারণা চক্র ধরা পড়ল বর্ধমানে

প্রতিবেদন : সাইবার প্রতারণা চক্রের পর্দাফাঁস। ওই সংস্থায় হানা দিয়ে ৬ মহিলা সহ ৭ জনকে আটক করেছে পুলিশ। তাঁদের মধ্যে রয়েছে মূল পাণ্ডা অরিত কুমার ও তাঁর স্ত্রী রিমি দাস। এছাড়া ৫ জন মহিলা কর্মীকে আটক করেছে পুলিশ।

জানা গেছে, বর্ধমান শহরের তিনকোনিয়া এলাকায় গুডশেড রোডে একটি ভাড়া বাড়িতে কয়েকবছর ধরে ঋণদান সংস্থা খুলে সাইবার প্রতারণা চলছিল। ঋণ দেওয়ার নাম করে আধার, প্যানকার্ড নিত। তারপর ঋণ অনুমোদনের জন্য প্রসেসিং ফি নিতে কিউআর কোড পাঠাত। আর সেটাতে ক্লিক করলেই টাকা কাটা যেত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে। এক-একজনের কাছ থেকে এইভাবেই টাকা হাতানো হত। তার জন্য কর্মীদের আলাদা প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। তিনতলা ভবন জুড়ে অফিস খোলা হয়েছিল। পুরনো কর্মীদের আলাদা ঘর। নতুন আসা কর্মীদের আলাদা ঘর। ওই ভবনে রান্না ও থাকার ব্যবস্থাও ছিল।

তদন্তে জানা গেছে, পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, কোচবিহার-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলার মানুষকে ঋণদানের নামে প্রতারণা করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ সিমকার্ডের নম্বর ধরে তদন্তে নামে। সিম বিক্রেতার কাছ থেকে তথ্য পেয়ে এই অফিস চিহ্নিত করা হয়। প্রচুর সিমকার্ড ওই সংস্থার নামে নেওয়া হয়েছিল। বৃহস্পতিবার অভিযান চালিয়ে পুলিশ চারটি ডেস্কটপ কম্পিউটার, একটা ল্যাপটপ, আটটা মোবাইল, ১২টি সিম বাজেয়াপ্ত করেছে। ৫৮০০ মোবাইল নম্বরের লিস্ট পেয়েছে পুলিশ। যাদের ঋণ নেওয়ার জন্য টার্গেট করা হয়েছিল। এছাড়াও প্রচুর স্ট্যাম্প ও স্ট্যাম্প পেপার মিলেছে।

বিষধর সাপ উদ্ধার দিঘায়

প্রতিবেদন : দিঘায় বড় বিপত্তির হাত থেকে রক্ষা পেলেন পর্যটকরা। বোল্ডারের খাঁজ থেকে বিষধর সাপ উদ্ধার হওয়ায় তুমুল চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সৈকত নগরীতে। জানা গিয়েছে, নিউ দিঘার সমুদ্র লাগোয়া বোল্ডারের খাঁজ থেকে একটি পূর্ণবয়স্ক বিষধর চন্দ্রবোড়া উদ্ধার হয়েছে। বাঙালির অন্যতম প্রিয় এই পর্যটনকেন্দ্রে যেখানে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষের আনাগোনা, সেখানে এমন প্রাণঘাতী সাপের উপস্থিতি পর্যটকদের নিরাপত্তায় বড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। প্রসঙ্গত, নিউ দিঘার সৈকতের পাথরে বসেছিলেন কয়েকজন পর্যটক। তাঁরাই প্রথম ওই বোল্ডারের ফাঁকে সাপটিকে দেখতে পান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান দিঘা ফরেস্ট রেঞ্জের কর্মীরা। সাপটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয়। জানা গেছে, উদ্ধার হওয়া সাপটি অত্যন্ত বিষধর চন্দ্রবোড়া। দিঘার আশপাশে একাধিক বনাঞ্চল থাকায় সাপের বংশবৃদ্ধি হচ্ছে। কিছুদিন আগেই দিঘায় বিষাক্ত সামুদ্রিক সাপের দেখা মিলেছিল। এবারও মিলল। বারবার সাপের দেখা মেলায় পর্যটকরা বেশ উদ্বিগ্ন। প্রশাসনকে আরও সজাগ হওয়ার কথা বলছেন পর্যটকরা।

রাগের মাথাতেই খুন, পুরুলিয়া কাণ্ডে বড় তথ্য প্রকাশ্যে

প্রতিবেদন : পুরুলিয়ায় তরুণী হত্যাকাণ্ডে ফের নয়া মোড়। পুলিশি জেরায় ধৃত প্রেমিক অমিত নাকি দাবি করেছেন, তিনি প্রেমিকাকে মারতে চাননি। রাগের মাথায় এটা হয়ে গিয়েছে।

জানা গিয়েছে, মেসে প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল অমিত। কোনও পূর্ব পরিকল্পনা ছিল না। সবটাই রাগের মাথায় হয়ে গিয়েছে বলে দাবি করেছেন ধৃত অমিত মাহাতো। অন্যদিকে, অমিতের সঙ্গে কথা বলে তদন্তকারীদের মনে হয়েছে, ১৯ বছরের ওই তরুণীর মোবাইল ফোনে আসা একটি কলই অভিযুক্তের রাগের কারণ। যদিও রাগের মাথায় ওই ঘটনা ঘটানোর পর প্রমাণ লোপাটে অমিত তাঁর প্রেমিকার দেহ বস্তায় ভরতে মেসের কাছে একটি দোকান থেকে বস্তা পর্যন্ত কিনে এনেছিলেন।

পুলিশ সূত্রে খবর, সম্পর্কের টানাপড়েনই এই খুনের মোটিভ। অন্য এক যুবকের সঙ্গে ওই তরুণীর সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। জানা গেছে, সম্প্রতি ওই যুবক উত্তরাখণ্ডে বেড়াতে

যান। এরই মধ্যে পশ্চিম মেদিনীপুরের একটি নার্সিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পান ওই তরুণী। সেখানে চলে যাওয়ার আগে গত শনিবার বিকেলে তিনি অমিতের সঙ্গে দেখা করার জন্য রামকৃষ্ণপল্লির ওই মেসে পৌঁছন। তাঁকে অমিত ডেকেছিলেন, নাকি ওই তরুণী নিজেই অমিতের সঙ্গে দেখা করার জন্য এসেছিলেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

আরও জানা গেছে, যুবক যখন মেসে তরুণীর সঙ্গে কথা বলছিলেন, তখনই ওই যুবকের ফোন আসে তরুণীর মোবাইলে। ওই তরুণী ফোনকলটি রিসিভ করেছিলেন কিনা তা জানা যায়নি। তবে পুলিশের দাবি তরুণীর মোবাইলে ওই যুবকের ফোন আসতেই ধৃত অমিতের মাথা গরম হয়ে যায়। পুলিশের দাবি, অমিত মাহাতো স্বীকার করেছেন যে রাগের মাথায় তিনি মেসের আনাজ কাটার ছুরি দিয়ে ওই তরুণীর গলায় কোপ দেন।

পুলিশের আরও দাবি, প্রেমিকাকে খুন করার পর অমিতের উপলব্ধি হয়, কী মারাত্মক অপরাধ তিনি করে ফেলেছেন। এরপরই অমিত প্রমাণ লোপাটে তৎপর হয়ে ওঠেন। মৃতদেহ লোপাটের চেষ্টা করেন। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যান।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সরকারি ধান আত্মসাতের অভিযোগে পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামে চালকলের মালিককে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতের নাম দেবাংশু সাউ

আমার বাংলা

18 September, 2026 • Friday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬
শুক্রবার

খরচ কমাতে দূষণনিয়ন্ত্রক যন্ত্র বন্ধ রেখে পরিবেশদূষণের অভিযোগ

প্রতিবেদন : দুর্গাপুর নগর নিগম এলাকার ২৯ নম্বর ওয়ার্ডে স্টেট ডায়েরি মোড় সংলগ্ন একটি বেসরকারি কারখানা বিরুদ্ধে দূষণ ছড়ানোর অভিযোগ। অভিযোগ, খরচ বাঁচাতে সংস্থা দূষণনিয়ন্ত্রক যন্ত্র বন্ধ রেখেছে। ফলে দিনরাত দূষণ ছড়াচ্ছে বাতাসে। জানা গিয়েছে, রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের পরই সংস্থাটি দূষণনিয়ন্ত্রক যন্ত্রটি বন্ধ রেখেছে। ফলে চিমনি বেরনো কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যাচ্ছে আকাশ। এতদিন দূষণ নিয়ন্ত্রণে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক প্রেসিপিটেটর (ইএসপি) যন্ত্রটি কাজ করত। কিন্তু গত কয়েক মাস ধরেই বন্ধ রাখা হয়েছিল যন্ত্রটি। মূলত খরচ কমাতেই দূষণনিয়ন্ত্রক যন্ত্রটি বন্ধ রাখা হচ্ছে। গত কয়েক মাস ধরে নজরদারি নেই বলেই কারখানা কর্তৃপক্ষ বেপরোয়া মনোভাব নিয়ে চলেছে। দুর্গাপুর নগর নিগম এলাকার ২৯ নম্বর ওয়ার্ডে স্টেট ডায়েরি মোড় সংলগ্ন একটি বেসরকারি কারখানা ঘিরে এমনই অভিযোগ সামনে এসেছে।

এভাবেই দূষণ ছড়াচ্ছে দুর্গাপুরের কারখানা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, কারখানার চিমনি দিয়ে কালো ধোঁয়া বেরিয়ে আশপাশের এলাকায় দূষণ ছড়াচ্ছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মীর দাবি, দূষণ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের মোটরের ক্ষতি এড়াতে এবং অতিরিক্ত খরচ কমাতে বিশেষ পরিস্থিতিতে যন্ত্র বন্ধ রাখা হয়। ঘটনা ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, পরিবেশের উপর এর প্রভাবের কথা জানা সত্ত্বেও কেন দূষণনিয়ন্ত্রণ যন্ত্র বন্ধ রাখা হবে? বিপুল অঙ্কের আর্থিক ক্ষতি এড়াতে পরিবেশের স্বার্থকে উপেক্ষা করার অভিযোগ উঠছে একাংশের বিরুদ্ধে। কারখানা মালিক দেবাশিস মজুমদারের দাবি, আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে দূষণ ছড়াই না। দূষণ নিয়ন্ত্রণের সমস্ত ব্যবস্থা মেনে চলা হয়। যন্ত্র বন্ধ রাখার অভিযোগ সঠিক নয়।

স্থানীয়দের অভিযোগ পেয়ে দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক জানিয়েছেন, দূষণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কেন দূষণনিয়ন্ত্রক যন্ত্র বন্ধ রাখা হয়েছে গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে।

চালানেই যত চালাকি প্রশাসন জেনেও নীরব

প্রতিবেদন : বালি পাচার বন্ধ করতে ব্যর্থ প্রশাসন। এতদিন ধরে বড় বড় বুলি আওড়ালেও বিজেপি সরকার কিন্তু বালি পাচারে ব্যর্থই। প্রশাসনের নজরদারির অভাবেই চলছে বালি পাচার। জানা গিয়েছে, একই রেজিস্ট্রেশন নম্বরের ট্রাকের জন্য বালির চালান ইস্যু করা হচ্ছে পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূম জেলা থেকে। তার মধ্যে একটি আসল ও অন্যটি নকল। এই জাল চালান দেখিয়ে রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে চলছে দেদার বালি পাচার।

সম্প্রতি একটি ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। ট্রাক চালকদের কাছে চালানে লেখা রয়েছে বীরভূম জেলার সাঁইথিয়া থেকে বালি লোড করা হয়েছে। কিন্তু চালকরা জানাচ্ছেন, বালি লোড করা হয়েছে পশ্চিম বর্ধমানের মাধাইপুর থেকে। চালান অনুযায়ী তিনটি ট্রাকের মধ্যে একটির গন্তব্য ছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপ। বাকি দুটির গন্তব্য ছিল কলকাতার নর্থ পোর্ট থানা এলাকা। পুলিশ ট্রাকগুলিকে আটক করলেই মালিকরা চলে আসেন থানায়। আর এসেই মাধাইপুর থেকে কলকাতায় বালি সরবরাহের চালান জমা দেন। সেই চালানের সঙ্গে চালকদের বক্তব্য মিলে যাওয়াতে ট্রাক ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এর পাশাপাশি প্রকাশ্যে আসে জাল চালানের তথ্য। যেখানে চালান ইস্যু করার সময়ের মধ্যে গরমিল রয়েছে। কিন্তু এই বিষয় বুঝেও

বুঝছে না প্রশাসন। কারণটা সবার কাছেই স্পষ্ট।

অন্যদিকে, ভুয়ো সিও ব্যবহার করে বালি পাচারের অভিযোগে চার জনকে গ্রেফতার করল জামবনি থানার পুলিশ। বুধবার ভোরে ৪৯ নম্বর জাতীয় সড়কে জামবনি থানার চিচিড়া এলাকায় দুটি বালি বোঝাই ডাম্পার আটক করে পুলিশ। ধৃতরা হল দীপক দাস, নিত্যানন্দ দাস, নজরুল আনসারি এবং ওয়াসিম আনসারি। দীপক ও নিত্যানন্দের বাড়ি হাওড়ার শ্যামপুর থানা এলাকায়। নজরুলের বাড়ি বীরভূমের কাকড়তলায়। ওয়াসিম ঝাড়খণ্ডের দেওঘরের চিতরার বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ভোরে দুটি ডাম্পার দেখে সন্দেহ হয় পুলিশের। গাড়ি থামিয়ে চালান দেখতে চাওয়া হলে প্রথমে চালান দেখাতে গড়িমসি করেন চালক ও খালাসিরা। পরে চালান স্ক্যান করে পুলিশ জানতে পারে, দুটি সিও-ই ভুয়ো। এরপরই ডাম্পার দুটি আটক করে চার জনকে গ্রেফতার করা হয়। বৃহস্পতিবার ধৃতদের ঝাড়গ্রাম আদালতে তোলা হলে বিচারক চার দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন।

গোপীবল্লভপুরে আইনি সচেতনতা শিবির

গোপীবল্লভপুর, ঝাড়গ্রাম : পিছিয়ে পড়া জঙ্গলমহলের প্রত্যন্ত এলাকা গোপীবল্লভপুরে হল আইনি সচেতনতা শিবির। ঝাড়গ্রাম জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের পরিচালনায় বুধবার গোপীবল্লভপুর থানা এলাকার বিভিন্ন কাজে কর্মরত কর্মীদের নিয়ে ছাতিনশোল ব্লক অফিসের অডিটোরিয়াম হলে অনুষ্ঠিত হল বিনামূল্যে আইনি সচেতনতা শিবির।

ঝাড়গ্রাম জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সচিব তথা বিচারক রিহা ত্রিবেদী যৌতুক বিরোধী আইন, জিগ ওয়ার্কারদের সুরক্ষা, ক্রেতা সুরক্ষা সহ নানান আইনি বিষয়ে উপস্থিত কর্মীদের সচেতন করেন। ঝাড়গ্রাম জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের প্যানেল আইনজীবী উত্তম বেজ আইনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করেন। অধিকার মিত্র, রীতা দাস দত্ত স্থানীয় সুবর্ণরৈখিক ভাষায় বক্তব্য রেখে জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের অফিস থেকে সাধারণ মানুষ কী কী পরিষেবা পেতে পারেন এবং পরিষেবা পেতে হলে কোথায় কিভাবে যোগাযোগ করতে হবে তার বিস্তারিত আলোচনা করে সাধারণ মানুষের কাছে সবসময় থাকার অঙ্গীকার করেন। গোপীবল্লভপুরের ১নং ব্লকের যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সুশান্ত কুন্ডু গরিব মানুষের জন্য সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেন। গোপীবল্লভপুর থানার সাব ইন্সপেক্টর (এসআই) শেখ সরফরাজ নওয়াজ অনলাইনে আর্থিক প্রতারণা থেকে বাঁচার উপায় সহ সাইবার ক্রাইম সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন। শিবিরে গোপীবল্লভপুর ১নং ব্লক এলাকার প্রায় দুই শতাধিক কর্মী সহ অধিকার মিত্র, তারকেশ্বর রানা, নীলকণ্ঠ ঘোড়াই, মোহিত বেজ, আলোক সিংরা উপস্থিত ছিলেন।

গর্তে জল, রাস্তায় শিয়াল-আতঙ্ক

প্রতিবেদন : বৃষ্টির জল ঢুকে পড়ছে গর্তে। আর গ্রামাঞ্চলে ওইসব গর্তেই থাকে শিয়াল। আর গর্তে জল ঢোকার ফলে গ্রামের রাস্তায় প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে শিয়াল। সম্প্রতি পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর, রায়না, মাধবডিহি এলাকায় শিয়ালের সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে। এতে এই এলাকাগুলির বাসিন্দাদের আতঙ্ক আরও বেড়েছে। বিশেষ করে, তাঁদের বাড়ির উঠোন থেকে পোষা হাস, মুরগি নিয়ে পালাচ্ছে শিয়াল। প্রকৃতি বিশেষজ্ঞদের মতে, খাবারের টান পড়ায় লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে শিয়াল। জল ঢুকে যাওয়ায় শিয়ালের থাকার জায়গা নিয়েও সমস্যা হয়েছে। ডিভিসি-র জল ও বৃষ্টির জলের সঙ্গে নদীর জলস্তর বাড়ায় শিয়ালের গর্তে জল ঢুকে পড়ছে।

মহিলা বিশ্বকর্মা সোনালি, বাইকের জাদুকর

প্রতিবেদন : বিশ্বকর্মাকে কারিগরি ও যন্ত্রের দেবতা বলে মানা হয়। শুক্রবার গোটা বাংলা মাতবে বিশ্বকর্মাপুজোয়। সেই মুহূর্তে এক মহিলা বিশ্বকর্মা নিরন্তর চালিয়ে যাচ্ছেন জীবনযুদ্ধ। মহিলা বলে অবলা বলে তাচ্ছিল্য করা যাবে না। এই মহিলা বিশ্বকর্মা মোটরসাইকেল সারানোর যাদুমন্ত্র জানেন। পুরুষশাসিত এই কর্মক্ষেত্রে সোনালি মিস্ত্রি এক বিরল নজির। একেবারেই পেটের তাগিদে এই পেশাকে বেছে নিয়েছেন সোনালি। কলকাতার পার্ক সার্কাসে রাস্তার ধারেই তাঁর গ্যারাজ। মোটরবাইকের যে কোনও সমস্যাতেই মুশকিল আসান সোনালি। প্রথম প্রথম অনেকেই ওঁর কাছে মোটরবাইক সারাতে দিতে কিন্তু কিন্তু করত। কিন্তু কিছুদিন যেতেই লোকের ভুল ভাঙে। এখন সবাই

নিঃসঙ্কোচে সবাই নিজের মোটরবাইক সঁপে দেন ওঁর হাতে। প্রায় তিন দশক ধরে এই কাজ করে চলেছেন। অ্যাসেম্বলি অফ গড চার্চের ছাত্রী প্রেমে পড়েন এক মোটরবাইক কারিগর আবদুল কালামের। বিয়ের পরই স্বামীর কাছ থেকে মোটরবাইক মেরামতির শিক্ষা। কোন যন্ত্র কীভাবে ব্যবহার করতে হয়, কীভাবে চাকা খুলে মেরামত করে আবার লাগাতে হয়, ইঞ্জিনের কাজ কীভাবে করতে হয় ক্রমশ সবই শিখে নেন। একটা সময় স্বামীর সঙ্গে স্থানীয় দুষ্কৃতীদের গোলমালের জেরে স্বামীকে কিছুদিন দূরে যেতে হয়। তখন একা হাতেই সোনালি সামলাতে শুরু করেন গ্যারাজের দায়িত্ব। এখন মহিলা বিশ্বকর্মা সোনালি মোটরবাইক চালকদের বড় ভরসার জায়গা।

পড়ুয়াদের মাঠমুখী করতে বিশেষ উদ্যোগ নিল স্কুল

প্রতিবেদন : পড়ার চাপ। ইঁদুর দৌড়ে নেমেছে সবাই। খেলাধুলার সময়ই পায় না। তাই পড়ুয়াদের মাঠমুখী করতে বিশেষ উদ্যোগ নিল স্কুল কর্তৃপক্ষ।

সবং পশ্চিম চক্রের বাড়কমল প্রাথমিক বিদ্যালয় আয়োজন করেছিল এলাকার প্রাথমিক স্কুলগুলোকে নিয়ে ইন্টার স্কুল প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতায় আয়োজক বিদ্যালয়ের সঙ্গে অংশ নিয়েছিল ওই চক্রের দণ্ডরা-২ প্রাথমিক স্কুল, সিংপুর প্রাথমিক স্কুল, দেউলি নীলাকণ্ঠ প্রাথমিক স্কুল, নীলা তালদা প্রাথমিক স্কুল, কলসবাড় প্রাথমিক বিদ্যালয়, বড়চারা পূর্বপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় ও খলাগেড়্যা প্রাথমিক বিদ্যালয়। ফাইনালে আয়োজক বাড়কমল প্রাথমিক বিদ্যালয়কে ২-১ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় বড়চারা পূর্বপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়। মাজিচরণ মুর্মুর স্মৃতিতে তাঁর পুত্র মৃণাল কান্তি মুর্মু বিজয়ীদের হাতে ট্রফি তুলে দেন। আর নিরঞ্জন ও সুলেখা দত্তের স্মৃতিতে তাঁদের ছেলে সঞ্জয় দত্ত রানার্স দলকে ট্রফি দেন। এছাড়া খুদে খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করতে একাধিক পুরস্কারের ব্যবস্থা ছিল। অংশ নেওয়া সমস্ত দল ও খেলোয়াড়দের বিশেষ মেডেল ও শংসাপত্র দেওয়া হয়। ফাইনাল ম্যাচের আগে মেয়েদের একটি প্রদর্শনী ম্যাচও হয়।

দিল্লি দরবার

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিয়ের পরে মাত্র ১৭ দিন কেটেছে। তারপরেই মার্কিন মুলুকে রহস্যজনক ভাবে মৃত্যু হল হায়দরাবাদের তরুণ ইঞ্জিনিয়ার মহঃ জাবের হুসেনের। ম্যাসাচুসেটসের বাড়ি থেকে উদ্ধার হল তাঁর দেহ। খোঁজ নেই নববিবাহিতা স্ত্রীর

মহিলার পোশাকে স্বামীর ঝুলন্ত দেহ কিছু দূরে নিথর স্ত্রী

যোগীরাজ্যে দলিত দম্পতির রহস্যমৃত্যু

লখনউ: খুন, আত্মহত্যা না অন্যকিছু? রীতিমতো রহস্য ঘনিয়েছে যোগীরাজ্যের বিজনৌরে দলিত দম্পতির অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে। শিউরে ওঠার মতো দৃশ্য। গাছে ঝুলছে স্বামী ছোট সিংয়ের(৪০) দেহ, আর মাত্র এক থেকে দেড় কিমি দূরে গাছের গায়ে বাঁধা রয়েছে স্ত্রী সুষমার(৩৬) দেহ। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয়, স্বামীর পরনে ছিল স্ত্রীর পোশাক, কিন্তু মহিলার দেহ গাছের সঙ্গে বাঁধা ছিল অর্ধনগ্ন অবস্থায়। নেপথ্য রহস্য এখনও অধরা পুলিশের কাছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, বিজেপি শাসিত রাজ্যে দলিতদের নিরাপত্তা কোথায়? যোগীরাজ্যে তো একের পর ঘটে চলেছে পিছড়েবর্গ নির্যাতনের ঘটনা। এর শেষ কোথায়? প্রিয়জনদের দাবি, এটি সুপরিকল্পিত খুন।

ঠিক কী হয়েছিল ঘটনাটা? প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, সোমবার সকালে জঙ্গলে কাঠ কুড়োতে গিয়েছিলেন ওই দলিত দম্পতি। কিন্তু তারপর

সুপরিকল্পিত খুন?

থেকেই আর কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না তাঁদের। ২৪ ঘন্টা খোঁজাখুঁজির পরে তাঁদের দেহ উদ্ধার হয় এক থেকে দেড় কিমি ব্যবধানে। আত্মীয়রা দুজনকে খুঁজে না পেয়ে দ্বারস্থ হয়েছিলেন পুলিশের। মঙ্গলবার সকালে জালালপুর কাজি গ্রামে শুরু হয় তল্লাশি অভিযান। সেখানেই পাওয়া যায় গাছের সঙ্গে দোপাট্টা দিয়ে বাঁধা মহিলার দেহ। তার এক থেকে দেড় কিমির মধ্যেই গাছে ঝুলছিল স্বামীর দেহ। পরনে স্ত্রীর সালোয়ার। রহস্যটা আরও গভীর হয়েছে এখানেই। ঘটনাস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করেছেন তদন্তকারীরা। প্রাথমিকভাবে ৩টি সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছেন তাঁরা। দু'জনকেই খুন করা হয়েছে কিনা। কিংবা একজনকে খুন করে অন্যজন আত্মহত্যা করেছেন কিনা। দু'জনেরই আত্মহত্যার সম্ভাবনাও পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু গ্রামবাসীরা মনে করছেন পুলিশ যাই বলুক না কেন আত্মহত্যার তত্ত্ব কোনওভাবেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। মহিলা ধর্ষণের শিকার হয়েছিলেন কিনা তাও নিশ্চিতভাবে বলতে পারছেন না গোয়েন্দারা। যদি খুনই করা হয়ে থাকে তাঁদের, খুনি কে বা কারা তা নিয়ে অন্ধকারে পুলিশ। তবে বিভ্রান্ত করতেই এক বা একাধিক আততায়ী স্বামীকে স্ত্রীর পোশাক পরিয়ে দিয়েছিল বলে অনুমান। কেউ গ্রেফতার হয়নি।

মোদির জন্য ৪৫ হাজার লিটার তেল

উজ্জয়িনী: ভাবা যায়! প্রধানমন্ত্রী মোদির দীর্ঘায়ু কামনায় এক মুহূর্তে খরচ হয়ে গেল ৪৫,০০০ লিটার তেল। জ্বালানো হল ২৫ লক্ষ মাটির প্রদীপ বা দিয়া। মোদির ৭৬ তম জন্মদিন উপলক্ষে মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীর ক্ষিপ্র নদীর তীরে বৃহস্পতিবার আয়োজন করা বিশাল দীপোৎসব বা 'আশীর্বাদ কা দিয়া' অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন বিজেপি সভাপতি। মোদির দীর্ঘজীবন কামনায় এত তেল!

কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, দেশবাসীকে রান্নার তেল সাশ্রয়ের পরামর্শ দেন যে মোদি, তাঁর জন্মদিনে তাঁরই শুভকামনার নামে এত অপচয় তেলের? ঝড় উঠেছে তীব্র সমালোচনার।

ত্রাণশিবিরে ৬৪০ রহস্যমৃত্যু ও যৌন নির্যাতন

মণিপুরের বিজেপি সরকারকে তীব্র ভর্ৎসনা সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি: অগ্নিগর্ভ মণিপুরে বিভিন্ন ত্রাণশিবিরে বাস্তুচ্যুতদের রহস্যমৃত্যু এবং যৌন নির্যাতনের ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করল শীর্ষ আদালত। মণিপুর সরকারকে তীব্র ভর্ৎসনা করে কৈফয়ত তলব করল সুপ্রিম কোর্ট। ২৫টি রহস্যমৃত্যুর বিস্তারিত রিপোর্ট দিতে নির্দেশ দেওয়া হল মুখ্যসচিবকে। পেশ করতে বলা হয়েছে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট, গভীরে গিয়ে খতিয়ে দেখে জানাতে বলা হয়েছে মৃত্যুর কারণও। ২০২৩ সালে মণিপুরে বিভিন্ন হিংসাত্মক ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত যৌন নির্যাতনের অভিযোগে দায়ের হওয়া একাধিক মামলার বৃহস্পতিবার শুনানি হয় প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি এবং বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চে। শুনানি শেষে এই নির্দেশ দেয় প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। প্রধান বিচারপতি রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেলকে রীতিমতো কড়া ভাষায় বলেন, মুখ্যসচিবকে বলুন আদালতকে কঠোর কোনও নির্দেশ দিতে বাধ্য না করতে। শীর্ষ আদালতের এই কঠোর অবস্থানে নিঃসন্দেহে রীতিমতো চাপে পড়ে গিয়েছে মণিপুরের বিজেপি সরকার এবং অবশ্যই কেন্দ্রের মোদি সরকার। কারণটা খুবই স্পষ্ট, কেন্দ্র এবং রাজ্যের অপদার্থতার জন্যই আজও শান্তি ফিরে এল না এই পাহাড়ি রাজ্যে। অব্যাহত জাতিদাঙ্গা এবং পরিণতিতে নির্বিচারে নিরীহ মানুষ হত্যা। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, শীর্ষ আদালত প্রশ্ন তুলেছে, মৃতদের পরিবারপিছু আর্থিক সহায়তার অঙ্ক কেন ২০ থেকে ৩০ হাজার? কে স্থির করেছে এই সহায়তার অঙ্ক?

মুখ্যসচিবের রিপোর্ট তলব

লক্ষণীয়, জম্মু-কাশ্মীর হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি গীতা মিত্তল কমিটি মণিপুরের জাতিহিংসা নিয়ে যে রিপোর্ট দিয়েছে, এদিন সেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি। ত্রাণ শিবিরগুলিতে আশ্রয় নেওয়া বাস্তুচ্যুতদের নিরাপত্তা এবং মর্যাদারক্ষা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি। প্রশ্ন তোলেন, ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নেওয়া গৃহহারাদের জীবনধারণের অধিকার নিয়ে। গুরুতর সংশয় প্রকাশ করেন প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে। শীর্ষ আদালতের প্রশ্ন, মৃত্যুর ঘটনাগুলি কি এড়িয়ে যাচ্ছে প্রশাসন? প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি মিত্তলের নেতৃত্বাধীন কমিটি যে রিপোর্ট দিয়েছে তাতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, মণিপুরের ৮ জেলার ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নেওয়া ৬৪০ জনের মৃত্যু আজও রহস্য। অথচ অদ্ভুত বিষয়, এরমধ্যে ময়নাতদন্ত হয়েছে মাত্র ২০টি মৃতদেহের। কেন? তার কোনও উত্তর নেই। ফৌজদারি মামলা কিন্তু দায়ের করা হয়েছিল মৃত্যুর ক্ষেত্রেই। জম্মু-কাশ্মীর হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে কমিটিও গত ৪ জুলাই এই মৃত্যুগুলি নিয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য চেয়েছিল মণিপুর সরকারের কাছে।

উধমপুরে গুলিতে খতম ২ জইশ জঙ্গি

শ্রীনগর: ফের পাক মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদীদের চক্রান্ত ভেস্তে গেল ভূস্বর্গে। বুধবার রাত থেকে বৃহস্পতিবার ভোর পর্যন্ত জম্মু-কাশ্মীরের উধমপুরে নিরাপত্তা বাহিনী ও সন্ত্রাসবাদীদের গুলির লড়াইয়ে খতম দুই লস্কর জঙ্গি। সেনাবাহিনীর তরফ থেকে এখনও পর্যন্ত নিহতদের নাম কিংবা বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ্যে আনা হয়নি। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে দুই জঙ্গি জইশ-ই-মহম্মদ-এর সঙ্গে যুক্ত এবং পাকিস্তানি নাগরিক।

ভূস্বর্গের সোহন এলাকায় বুধবার রাতে নিরাপত্তা বাহিনীর তরফে অভিযান চালানো হয়। সন্দেহভাজনদের গতিবিধি নজরে আসতেই শুরু হয় তল্লাশি, চারপাশ থেকে এলাকা ঘিরে ফেলা হয়। পালাবার পথ না পেয়ে

জঙ্গিরা গুলি চালাতে শুরু করে। পাল্টা জবাব দেয় সেনাও। রাতভর দুপুরের গুলির লড়াই চলে। বৃহস্পতিবার সকালে অভিযান স্থল থেকে ২ জঙ্গির দেহ উদ্ধার হয়েছে। সঙ্গে মিলেছে বেশ কিছু অস্ত্র ও কয়েক রাউন্ড গুলি। তারা প্রকৃতপক্ষে কোন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত এবং কী উদ্দেশ্যে সোহন এলাকায় ঘাঁটি গেড়েছিল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর এই অভিযানে যৌথভাবে রাষ্ট্রীয় রাইফেলস, প্যারা স্পেশাল ফোর্সেস এবং জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ অংশ নেয়। জঙ্গিদের আরও কোনও সহযোগী লুকিয়ে রয়েছে কি না, তা জানতে সকালেও তল্লাশি অভিযান জারি রয়েছে।

চলতি মাসের শুরুর দিকে বদগামে নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে জঙ্গিদের সংঘর্ষ হয়। সেখানে লস্কর-ই-তইবার এক কমান্ডার ইয়াসিরের মৃত্যু হয়। মাত্র ১০ দিনের ব্যবধানে ফের জঙ্গি সংঘর্ষের জেরে ভূস্বর্গের বিভিন্ন প্রান্তে অনুপ্রবেশের সম্ভাবনাময় জায়গাগুলিতে নিরাপত্তা জোরদার করা হচ্ছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালী এবং আধুনিক সেই জাহাজ আইএনএস কলকাতাকে ধাক্কা দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পাকিস্তানের ভেসেল পিএনএস হুনেইন। জানা গিয়েছে, পাক নৌসেনার এই টহলদারি জাহাজের সামনের অংশ ভেঙে গিয়েছে। সারাতে ফেরত পাঠানো হয়েছে বন্দরে

পাক সহায়তা মেলেনি

হুথি দমনে মার্কিন মধ্যস্থতায় রিয়াধ এবার সাহায্য চায় ইজরায়েলের!

কায়রো: ইয়েমেনের লোহিত সাগর উপকূল এবং গুরুত্বপূর্ণ বাব আল-মানদেব প্রণালীর সিংহভাগ হুথি বিদ্রোহীদের দখলে চলে যাওয়ায় গভীর সংকটে পড়েছে তেলসমৃদ্ধ দেশ সৌদি আরব। দীর্ঘদিনের মিত্র দেশগুলোর কাছ থেকে প্রত্যাশিত সামরিক সহায়তা না পেয়ে অবশেষে কিছুটা বেনজিরভাবেই ইজরায়েলের দ্বারস্থ হয়েছে রিয়াধ। যদিও ইজরায়েলের সাথে সৌদি আরবের আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই। বর্তমান পরিস্থিতিতে এই অবস্থান তাৎপর্যপূর্ণ।

ইজরায়েলি সংবাদমাধ্যম 'দ্য জেরুজালেম পোস্ট' এবং 'ইজরায়েল হায়োম'-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, সৌদি যুবরাজ মহম্মদ বিন সলমন মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম)-এর মধ্যস্থতায় পরোক্ষভাবে ইজরায়েলের সাথে যোগাযোগ করেছেন। উদ্দেশ্য, লোহিত সাগর ও বাব আল-মানদেব প্রণালীতে হুথি বিদ্রোহীদের মোকাবিলায় গোয়েন্দা তথ্য বিনিময়ের মাধ্যমে এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। সম্প্রতি আনসার আল্লাহ (হুথি) বিদ্রোহীরা এক আকস্মিক অভিযানে সৌদি সমর্থিত 'ন্যাশনাল রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট'কে হটিয়ে ইয়েমেন উপকূল ও আশেপাশের দ্বীপগুলোর নিয়ন্ত্রণ ছিনিয়ে নেয়। এর ফলে জুলাই থেকে কার্যকর থাকা সৌদি জাহাজ চলাচলের ওপর অবরোধ আরও জোরদার করার ঘোষণা দিয়েছে হুথিরা। বাব আল-মানদেব প্রণালী বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং পাইপলাইনে হামলার কারণে সৌদি আরবের অপরিশোধিত তেল রপ্তানি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ স্তব্ধ হওয়ার ঝুঁকিতে পড়েছে। এই সংকটময় মুহূর্তে সৌদি আরব তাদের 'মক্কা চুক্তি'র অংশীদার পাকিস্তানের সহায়তা চাইলেও তা মেলেনি। ইসলামাবাদ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, তারা কেবল সৌদির নিজস্ব ভূখণ্ড রক্ষায় সেনা পাঠাতে প্রস্তুত, তবে অন্য দেশের মাটিতে সামরিক অভিযানে অংশ নেবে না। অন্যদিকে আমেরিকা ও ব্রিটেন সরাসরি সেনা অভিযানে না গিয়ে কেবল গোয়েন্দা তথ্য ও সামরিক উপদেষ্টা দিয়ে সহায়তার আশ্বাস দিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে ঐতিহাসিক শত্রুতা ভুলে ইজরায়েলের সাহায্য চাওয়াকে রিয়াধের চরম বাধ্যবাধকতা হিসেবে দেখা হচ্ছে। তবে ইজরায়েলি গণমাধ্যম 'হারেৎজ' জানিয়েছে, হুথিদের সম্ভাব্য রকেট হামলা ও অর্থনৈতিক ঝুঁকির কথা মাথায় রেখে ইজরায়েল একা কোনও অভিযানে না গিয়ে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক জোটের মাধ্যমেই পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে।

১০০ শতাংশ মার্কিন শুল্কের খাঁড়া
রাশিয়ার তেল নিয়ে মহা ফাঁপরে ভারত
জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে কোন পথে?

নয়াদিল্লি: আবার জ্বালানি তেল আমদানি নিয়ে সমস্যার মুখে ভারত। ওয়াশিংটন রাশিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জোরদার করে রুশ তেল ক্রয়কারী দেশগুলির ওপর ১০০ শতাংশ পর্যন্ত মার্কিন শুল্ক আরোপের বিল পাশ করায় বড় ধরনের ভূ-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঝুঁকিতে পড়েছে ভারত।

গত চার বছর ধরে ইউক্রেন যুদ্ধের সুযোগে সাশ্রয়ী দামে রাশিয়ার অশোধিত তেল আমদানি করে নিজেদের জ্বালানি খরচ কমালেও নতুন মার্কিন আইনের কারণে দিল্লির বিপুল মার্কিন রপ্তানি বাজার এখন সরাসরি হুমকির মুখে। মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদে পাশ হওয়া 'স্যাংশনিং রাশিয়া অ্যান্ড ইরান অ্যাক্ট ২০২৬' ডোনাল্ড ট্রাম্পকে রাশিয়ার তেল ক্রেতাদের বিরুদ্ধে নজিরবিহীন শুল্ক আরোপের ক্ষমতা দিয়েছে। 'সেন্টার ফর রিসার্চ অন এনার্জি অ্যান্ড ক্লিন এয়ার' (সিআরইএ)-র তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০২৬ সালের অগাস্টের মধ্যে রাশিয়ার মোট তেল রপ্তানির ৩৭ শতাংশ এসেছে ভারতে। 'গ্লোবাল ট্রেড রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ' (জিটিআরআই)-এর হিসাব মতে, ২০২৬ অর্থবছরে ভারতের ১৩৪.৭ বিলিয়ন ডলারের তেল আমদানি বিলের মধ্যে ৪০.৮ বিলিয়ন ডলারই (৩০.৩%) ছিল রাশিয়ান তেল। এমনকী জুলাই মাসে ভারতের তেলের চাহিদার অর্ধেকেরও বেশি একাই

জুগিয়েছে মস্কো, যা সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, ভেনিজুয়েলা, ব্রাজিল, ওমান ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্মিলিত জোগানের চেয়েও বেশি।

নতুন মার্কিন আইনের আওতায় রাশিয়ার ওপর থেকে নির্ভরতা কমাতে সাধারণত ১৮০ দিন সময় পাওয়া গেলেও প্রেসিডেন্ট চাইলে এই মেয়াদ সংকুচিত করতে পারেন। পরিস্থিতি পর্যালোচনার কথা জানিয়ে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় স্পষ্ট জানিয়েছে, ১৪০ কোটি মানুষের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা তাদের অগ্রাধিকার এবং ভারত বিভিন্ন উৎস থেকে বাজারদর অনুযায়ী তেল কেনা অব্যাহত রাখবে। ভারতীয় আধিকারিকেরা ওয়াশিংটনকে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন যে, সাশ্রয়ী মূল্যে তেল কেনা যুদ্ধের জন্য অর্থায়ন নয়, বরং এটি বিশ্ববাজারে তেলের মূল্য স্থিতিশীল রাখতে ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে রাশিয়ান তেলের ওপর প্রাথমিক আমলের মতো ছাড় মিলছে না, অন্যদিকে বিকল্প পথ থেকে তেল আনা হলে পরিবহণ ও বিমা খরচ বহুগুণ বেড়ে যাবে। তবে ভারতের বড় ভয় মার্কিন শুল্কের সরাসরি ধাক্কা নিয়ে। আমেরিকা রাশিয়ার তেলের ওপর কর না বসিয়ে মার্কিন বাজারে ভারতীয় পণ্যের ওপর শুল্ক বসালে রুপি, রপ্তানি বাণিজ্য এবং শোধনাগারগুলির মুনাফায় মারাত্মক ধস নামবে। ২০২৫ সালে ভারত আমেরিকায় প্রায় ১০৪ বিলিয়ন ডলারের পণ্য (মূলত ইলেকট্রনিক্স, ওষুধ, যন্ত্রপাতি ও বস্ত্র) রপ্তানি করেছে। এর আগে ২০২৫ সালে ট্রাম্পের চাপানো ৫০ শতাংশ শুল্কের চাপ সামলাতে হয়েছে দিল্লিকে। সরকারের সামনে এবার প্রশ্ন—রাশিয়ার তেলের সাশ্রয় কি মার্কিন রপ্তানি বাজারের বিশাল ক্ষতি পুষিয়ে দিতে পারবে? উদ্ভূত পরিস্থিতি সামাল দিতে কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে সমন্বয় রেখে ভারতীয় রিফাইনারিগুলি ইতিমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল, কানাডা ও আফ্রিকা থেকে তেল আমদানির চেষ্টা জোরদার করেছে।

নোয়েলের আপত্তি উড়িয়ে চন্দ্রশেখরণকে পুনর্নিয়োগের ঘোষণা করল টাটা সন্স

মুম্বই: এন চন্দ্রশেখরণেই আস্থা রাখল টাটা সন্স বোর্ড। নোয়েল টাটার আপত্তি উড়িয়ে আগামী বছরের জন্য তাঁকেই চেয়ারম্যান পদে পুনর্নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল বোর্ড। টাটা শিল্পগোষ্ঠী থেকে পদত্যাগের ঘোষণা করেছিলেন চন্দ্রশেখরণ। জানিয়েছিলেন, আগামী বছরের ২০ ফেব্রুয়ারি মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে টাটা সন্সের চেয়ারম্যান পদে আর থাকবেন না তিনি। কিন্তু বৃহস্পতিবার তাঁকেই পুনর্নিয়োগ করে রাখল টাটা সন্স বোর্ড। এই সিদ্ধান্তকে 'বেআইনি' বলে অভিযোগ তুলেছে নোয়েল টাটার নেতৃত্বাধীন টাটা ট্রাস্ট।

টাটা গোষ্ঠীর মূল নিয়ন্ত্রক সংস্থা হল 'টাটা সন্স' টিসিএস, টাটা মোটরস, এয়ার ইন্ডিয়া-সহ ৩০টি সংস্থা পরিচালনা করা টাটা সন্স। যার মূল্য প্রায় সাড়ে ৩৮ লক্ষ কোটি টাকা। 'টাটা সন্স'-এ ৬৬ শতাংশ অংশীদারি রয়েছে টাটা ট্রাস্ট-এর। টাটা গোষ্ঠীর প্রথম নন-পার্সি চেয়ারম্যান হিসাবে ২০১৭ সালে দায়িত্ব নেন এন চন্দ্রশেখরণ। বছর ২০ ফেব্রুয়ারি তাঁর কার্যকালের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। টাটা ট্রাস্টস-এর চেয়ারম্যান নোয়েল টাটা চন্দ্রশেখরণের মেয়াদবৃদ্ধির বিরোধিতা করেন। ১২ অগাস্ট চন্দ্রশেখরণ জানান, এই পদে তিনি আর থাকতে চান না।

বছর দুয়েক আগে ব্যাঙ্ক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা এনবিএফসি-র (নন-ব্যাঙ্কিং ফিন্যান্সশিয়াল কোম্পানি) লাইসেন্স ছাড়তে চেয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের (আরবিআই) কাছে আবেদন করেছিল টাটা সন্স। সম্প্রতি তা খারিজ করেছে আরবিআই। যার

জেরে এবার শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্ত হতে পারে টাটা সন্স। শেয়ার বাজারে নথিভুক্ত হতে চাননি নোয়েল। কিন্তু নোয়েলের দাবি মেনে কোনও প্রতিশ্রুতি দিতে রাজি হননি চন্দ্রশেখরণ। একমাত্র নোয়েল ছাড়া টাটা সন্স বোর্ডের বৈঠকে সব সদস্যই চেয়ারম্যান পদে চন্দ্রশেখরণের পুনর্নিয়োগের প্রস্তাব সমর্থন করেছেন। ভোটাভুটিতে পাশ হয়ে যায় প্রস্তাব। টাটা সন্স বোর্ডের সিদ্ধান্তকে 'বেআইনি' বলেছে টাটা ট্রাস্ট।

সিনেস্কোপ

18 September, 2026 • Friday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আজ বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে এসভিএফ-এর ‘বেপরোয়া’। অভিরূপ ঘোষ পরিচালিত এই ছবিতে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন আদৃত রায় এবং আরিয়া রায়

দুই এক্কে দুই

সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে দুটি বাংলা ছবি, ‘মায়া সত্য ভ্রম’ এবং ‘উইঙ্কল টুইঙ্কল’। প্রশংসিত হয়েছে দর্শকমহলে। আলোকপাত করলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

মায়া সত্য ভ্রম

পরিশীলিত থ্রিলার ‘মায়া সত্য ভ্রম’। একদিকে সায়েন্স ফিকশন। অন্য দিকে রহস্যে মোড়া। অতিকথন, অতিরঞ্জন বাদ দিয়ে যে টানটান থ্রিলার নির্মাণ করা যায়, দেখিয়েছেন পরিচালক শমীক রায়চৌধুরী। গল্পের মধ্যে রয়েছে বহু স্তর। এই ধরনের ছবির গল্প খুব স্পষ্ট করলে নষ্ট হয় রহস্য, গল্পের আমেজ, মেজাজ। প্রতিটি দৃশ্য, দৃশ্যান্তরের উপলব্ধি এই ছবির ক্যানভাস তৈরি করে দিয়ে যায়। প্রতিটি চরিত্র যেন সেই ক্যানভাসের এক-একটা রং। যে রঙের উপস্থিতি সবচেয়ে কম, সেই স্ট্রোকটাও ছবির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। গল্প যত এগোয়, শোক, রহস্য, সত্যি-মিথ্যের এক-একটা পরত খসে পড়তে থাকে।

সারা ছবি জুড়ে অসংখ্য মায়াময় মুহূর্ত রচিত হয়েছে। যখন সরকার বাড়ি থেকে আহত টিলু রাতের অন্ধকারে রাস্তায় বেরিয়ে এসে বাতিস্তম্ভের নীচে পড়ে যায় আর আবহে বেজে ওঠে ‘প্রাচীন জনপদ’, গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। এর কৃতিত্ব প্রাপ্য সঙ্গীত পরিচালক তমালকান্তি হালদারের। রূপম ইসলামের গাওয়া ‘আর কত পথ’ ছবির রহস্যময়তা ও মানবিক ভাবনা, দুই-ই মিলিয়ে দিয়েছে। লগ্নজিতা চক্রবর্তীর কণ্ঠে ‘খুকুমণির বে’ গানটি চমৎকারভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। ছবিতে বুনে দেওয়া হয়েছে কিছু অলৌকিক দৃশ্যপট, যা বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়েও ঝিম ধরায়। আলোছায়ার খেলা ছবির রহস্য আরও ঘনীভূত করেছে। গোটা ছবি জুড়েই দেখা গেছে সাদা-কালো, আলো-আঁধারির এই বৈপরীত্য। ছবিতে অন্য জগতের সঙ্গে যোগসূত্র হিসেবে সমুদ্রের ব্যবহারও খুব সুন্দর।

গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে আন্তরিকতার সঙ্গে অভিনয় করেছেন প্রিয়াঙ্কা সরকার, সোহম মজুমদার। নজর কেড়েছেন নবাগত সনৎ চট্টোপাধ্যায়। গুরুজি ত্রিলোকদর্শীর ভূমিকায় তাঁর উপস্থিতি, স্পষ্ট সংলাপ উচ্চারণ ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দর্শককে ধরে রাখে। পরান বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রেয়া ভট্টাচার্যও সুন্দর অভিনয় করেছেন। কানা প্রসেনের চরিত্রে শুভ্রজিৎ দত্তের অভিনয় গায়ে জ্বালা ধরায়। ছবির শিশু অভিনেতাদের মধ্যে শঙ্খদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা উল্লেখ করতেই হয়।

ছবিটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত রহস্যকে সম্মান দিতে পেরেছে। সবের উপর একটি কথা সত্য, এই ছবি মায়া ও ভ্রম নিয়ে যে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে, তা থাকবে। সব মিলিয়ে নিখুঁত না হলেও, যথেষ্ট ভাবায় এবং দেখা আর না-দেখাকে প্রশ্ন করতে বাধ্য করে।

উইঙ্কল টুইঙ্কল

ব্রাত্য বসুর নাটক অবলম্বনে সৃজিত মুখোপাধ্যায় তৈরি করেছেন ‘উইঙ্কল টুইঙ্কল’। ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্র সব্যসাচী সেন। বিশেষ রাজনৈতিক ভাবধারায় বিশ্বাসী। ২৬ বছর পরে তাঁর ঘুম ভাঙে। ১৯৭৬-এর সময়ের চাদর গায়ে জড়িয়ে ফিরে আসেন ২০০২-এ। কিন্তু তাঁর কাছে যে সময় থমকে ছিল, সেই সময়ই তাঁর অনুপস্থিতিতে বদলে দিয়েছে কলকাতাকে, রাজনীতিকে, সমাজকে, এমনকী তার নিজের পরিবারকেও। ফলে ফিরে আসাটা শুধুই ঘরে ফেরা নয়। বরং নিজের বিশ্বাসের সামনে একটি সম্পূর্ণ বদলে যাওয়া সময়কেও আবিষ্কার করা। এই জায়গাটিকে নিছক অতীত বনাম বর্তমান-এর সংঘাত না বানিয়ে পরিচালক তৈরি করেছেন আরও জটিল অথচ গভীর এক আবহ। একজন মানুষ নিজের সময়েই যেন ক্রমশ বহিরাগত হয়ে পড়ে।

অনবদ্য অভিনয় করেছেন ঋত্বিক চক্রবর্তী। তিনি এই ছবির প্রাণ। সব্যসাচীর বিস্ময়, অভিমান, অসহায়তা কিংবা পুরনো বিশ্বাস আঁকড়ে থাকার জেদ, কোনওটাই তিনি বাড়তি অভিনয়ে প্রকাশ করেন না। তাঁর চোখ-মুখের সামান্য পরিবর্তনেই বোঝা যায়, সামনে দাঁড়ানো পৃথিবীটা তাঁর কাছে কতটা অচেনা। সব্যসাচীর কাছে সবচেয়ে বড় বদলটা ঘটেছে নিজের ঘরেই। তাঁর ছেলে ইন্দ্র অন্য একটি রাজনৈতিক দলের এবং সরকারের সমর্থক। দরকার হলে ফের বদলে যেতেও তার আপত্তি নেই! অথচ সব্যসাচীর কাছে রাজনীতি মানে আদর্শ। আপস শব্দটি তাঁর কাছে অস্তিত্বহীন। ঋত্বিক ও ইন্দ্র চরিত্রের অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় ছবিটিকে টেনে নিয়ে যান দুই ভিন্ন স্রোতে। দুই প্রজন্ম দুই রাজনৈতিক অভিধানের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

এই দ্বন্দ্বের সুন্দর দিকটি হল, কোনওটাই সম্পূর্ণ সাদা বা কালো নয়। সব্যসাচীর আদর্শবাদ যেমন প্রশ্নের ঊর্ধ্বে নয়, তেমনই ইন্দ্রের বাস্তবতাও একেবারে ফেলে দেওয়া যায় না। তবে দর্শককে ভাবতে হয়— আদর্শ বদলায়, নাকি ভিন্ন মতাদর্শ রক্তের সম্পর্কেও ঘুণ ধরায়?

সব্যসাচীর স্ত্রী কম বয়সের রাজলক্ষ্মীর ভূমিকায় সোহিনী সরকার এবং বয়সের ভারে নত রাজলক্ষ্মীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন অনসূয়া মজুমদার। দুই অভিনেত্রীর উপস্থিতি একই মানুষের জীবনের দুই ভিন্ন সময়কে সামনে আনে। রাজেনের ভূমিকায় সত্রাজিৎ সরকার এবং সত্যেনের চরিত্রে দেবেশ চট্টোপাধ্যায় যথাযথ। রঞ্জন চরিত্রে অভিনয় করেছেন রজতাভ দত্ত।

চিত্রনাট্য লিখেছেন সৃজিত এবং পদ্মনাভ দাশগুপ্ত। নির্মাণে নাটকের সংলাপ-নির্ভরতা রয়েছে, তবে আছে সিনেমার নিজস্ব দৃশ্যভাষাও। চিত্রগ্রহণে ইন্দ্রনাথ মারিক। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন তমালিকা গোলদার ও প্রবুদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায়। গান ও আবহ এই ছবিতে শুধু অলংকার নয়, কোথাও-কোথাও বক্তব্যের ভার দৃশ্যের স্বাভাবিক প্রবাহকে মন্থর করে। ছবিটি দর্শকদের জাগায়, ভাবায়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

লুইস হ্যামিলটনের সঙ্গে কিম কাদাশিয়ান

মাঠে ময়দানে

18 September, 2026 • Friday • Page 13 || Website - www.jagobangla.in

১৩
১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬
শুক্রবার

এক নজরে বিশ্ব ময়দান...

জর্ডনের ক্লাবের বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গলের পয়েন্ট পাওয়ার কারিগর আনোয়ার ও রামিরেজ।

ইন্টার মায়ামির হয়ে শততম গোল মেসির, দলকে চ্যাম্পিয়ন করে ট্রফি নিয়ে উৎসব সতীর্থদের সঙ্গে।

এশিয়াডে সোনা জয়ের লক্ষ্যে জাপানের পথে ভারোত্তোলক মীরাবাই চানু।

কারাবাও কাপ থেকে ম্যান ইউকে ছিটকে দিয়ে উচ্ছ্বাস ব্রাইটনের ফুটবলারদের।

বার্সার বড় জয়ে রাফিনহার হ্যাটট্রিকের উৎসব ইয়ামালের সঙ্গে।

ঘরে ফেরার পর ইউএস ওপেন জয়ী রিবাকিনাকে অভ্যর্থনা।

মাঠে ময়দানে
18 September, 2026 • Friday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

১৫ বছর বয়সে এত প্রতিভা দেখাই যান না। বৈভব সূর্যবংশীকে নিয়ে বললেন আফগান লেগস্পিনার রশিদ খান।

জর্ডনে পয়েন্ট, ঘরের মাঠে লক্ষ্য স্থির দানির

ইস্টবেঙ্গলে পোলিশ স্ট্রাইকার লুকাস

আল হুসেইনের বিরুদ্ধে লাল হলুদের নায়ক দানি।

প্রতিবেদন : জর্ডনের মাটিতে আল হুসেইনের বিরুদ্ধে দু'গোলের লিড নিয়েও ম্যাচ ২-২ ড্র রেখে ফিরছে ইস্টবেঙ্গল। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এ প্রথম ভারতীয় ক্লাব হিসেবে বিদেশের মাঠে পয়েন্ট পাওয়ার নজিরও গড়েছে মশালবাহিনী। দ্বিতীয়ার্ধের শেষ দিকে মুহূর্তের ভুলে জয় হাতছাড়া হওয়ার আক্ষেপ লাল-হলুদ শিবিরে। তবু এক পয়েন্টে খুশি দলের কোচ এবং ফুটবলাররা। আম্মানে পাওয়া এক পয়েন্টই গোটা দলের আত্মবিশ্বাস বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

ম্যাচের শুরুতে ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি আনোয়ার আলির গোলে অ্যাসিস্টও ছিল দানি রামিরেজের। স্প্যানিশ অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার ক্লাবের মিডিয়া টিমকে বলেছেন, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, আমরা এক পয়েন্ট পেয়েছি। অবশ্যই আমরা ৩ পয়েন্ট পেতে মরিয়া ছিলাম। তবে এই ফলাফলকে সম্মান করতে হবে। জর্ডনের মাটিতে এক পয়েন্ট পাওয়াও কিন্তু সহজ নয়।

নিজের গোল এবং আনোয়ারের গোলের ক্ষেত্রে অবদান রাখার প্রসঙ্গে দানির বক্তব্য, ইস্টবেঙ্গলের হয়ে এটা আমার দ্বিতীয় গোল। এসিএল টু-র মতো বড় মঞ্চে গোল করতে পেরে দারুণ অনুভূতি হচ্ছে। আনোয়ারও আমার কর্নার থেকে দুর্দান্ত গোলটা করেছে।

ড্র করেই সন্তুষ্ট থাকতে চান না রামিরেজ। তাঁর এবং গোটা দলের চোখ এখন যুবভারতীতে পরের ম্যাচে। আগামী ১৩ অক্টোবর তৃতীয়ার দিন ঘরের মাঠে ইরাকের আল শর্তার বিরুদ্ধে খেলবে আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের দল। রামিরেজের কথায়, জর্ডনে এক পয়েন্ট আমাদের আত্মবিশ্বাস অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। আমরা প্রচণ্ড আশাবাদী যে, ইরাকের ক্লাবের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচ জিতে সমর্থকদের গর্বিত করতে পারব। ঘরের মাঠে সবার সমর্থন আশা করছি। কিছু জায়গায় উন্নতির প্রয়োজন রয়েছে। ম্যাচ শেষে ড্রেসিংরুমে আমরা খামতির জায়গাগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি। পরের ম্যাচে ঘরের মাঠে সমর্থকদের পাশে চাইছি ভাল ফলের জন্য।

কোচ হাবাস দ্বিতীয়ার্ধে দলের পারফরম্যান্সে খুশি নন। জয় হাতছাড়া হওয়ায় হতাশ ইস্টবেঙ্গল কোচ। এদিকে জর্ডনে ভাল ফলের পরের দিনই দলের ষষ্ঠ বিদেশি চূড়ান্ত করে ফেলেছে ইস্টবেঙ্গল। পোল্যান্ডের স্ট্রাইকার লুকাস জভোলিনস্কির সঙ্গে এক বছরের চুক্তি করেছে ক্লাব। ভিসার আবেদনও করে দিয়েছেন পোলিশ স্ট্রাইকার।

ব্রাজিল ম্যাচে তিন প্রধানকে ১৪০০০ টিকিট

প্রতিবেদন : ৩ অক্টোবর যুবভারতীতে ভারত বনাম ব্রাজিল ম্যাচের জন্য তিন প্রধান মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল এবং মহামেডানের জন্য বড় ঘোষণা সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের। কম দামের টিকিট অধিকাংশ বিক্রি হলেও বেশি দামের টিকিট এখনও কিছু পড়ে রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তাই ফেডারেশনের সিদ্ধান্ত ময়দানের তিন প্রধান-সহ আইএফএ অনুমোদিত সব ক্লাবের জন্য ১৪ হাজারের বেশি টিকিট কম দামে দেওয়া হবে। এর মধ্যে বড় অংশের টিকিট পাবে তিন বড় ক্লাব। তিন প্রধানের সভ্য সমর্থকরা ক্লাব তাঁবু থেকেই ব্রাজিল ও উরুগুয়ে ম্যাচের টিকিট সংগ্রহ করতে পারবেন। ডিজিটাল টিকিটে থাকবে সিট নম্বর। নির্দিষ্ট আসনেই বসতে হবে দর্শকদের। এদিকে, ব্রাজিলের মাঠ বিশেষজ্ঞরা গত কয়েকদিন ধরে যুবভারতীর মান বাড়ানোর কাজ করেছেন। এখন মূল মাঠ ও প্র্যাকটিস গ্রাউন্ড নিয়ে ইতিবাচক রিপোর্ট দিয়েছেন।

সিএবির সঙ্গে থাকতে চাই বলে চ্যালেঞ্জ নিলাম

পাড়ার ক্লাবের প্রতিনিধি সৌরাশিস

প্রতিবেদন : তাঁর সঙ্গে সিএবি অন্যায় করেছে বলে ময়দানের বড় অংশের ধারণা। সালকিয়া ফ্রেন্ডসের প্রতিনিধি হয়ে সৌরাশিস লাহিড়ীর ২৪ তারিখের এজিএমে আসার মধ্যে তাই যোগসূত্র খুঁজে পাচ্ছেন অনেকে। ভোট হলে প্রাক্তন অফস্পিনার কোনও পদের জন্য দাঁড়াতেন। ভোট না হলেও ক্রিকেট প্রশাসনে চোখ রেখে সামনে এগোতে চান তিনি।

সৌরাশিস বয়সভিত্তিক ক্রিকেট থেকে বাংলার সিনিয়র দলে উঠে এসেছিলেন। জুনিয়র স্তর থেকে রঞ্জি দলের সহকারী কোচ হয়েছিলেন সেভাবেই। কিন্তু লম্বা সময় সাফল্যের সঙ্গে বাংলার কোচিং করানোর পর হঠাৎ তিনি বঙ্গ ক্রিকেটের কোচিং পরিমণ্ডলের বাইরে নিজেকে আবিষ্কার করেন। কেন, কিসের জন্য ব্যাখ্যা কেউ দেয়নি। সৌরাশিস একে অবিচার বলেন না। কিন্তু কোচিং না হোক, ক্রিকেট প্রশাসনেও যদি যুক্ত থাকতে পারেন বলে এই পদক্ষেপ।

সৌরাশিস বলছিলেন, আমার সিএবির সঙ্গে ৩৫ বছরের সম্পর্ক। আমার কাছে সিএবি মন্দির। আজ একটা লোকও যদি আমাকে চেনে সেটা সিএবির জন্য। আমি কৃতজ্ঞ। এখন আমার দায়িত্ব ফিরিয়ে দেওয়া। যে ভূমিকাতেই হোক। এমন নয় যে তিনি দুম করে একটা ক্লাবের হয়ে সিএবি ঢুকে পড়ছেন। বললেন, একশো বছরের প্রাচীন সালকিয়া ফ্রেন্ডস আমার পাড়ার ক্লাব। আমার পরিবারের সঙ্গে এর সম্পর্ক দীর্ঘ সময়ের। সেজ কাকা ক্লাবের ফাউন্ডার মেম্বার ছিলেন। তাই সিএবির এজিএমে যাওয়ার জন্য যখন এই ক্লাব থেকে প্রস্তাব এল, আমি এক কথায় রাজি হয়ে যাই।

বর্তমানে কলকাতার একটি স্কুলের সঙ্গে যুক্ত সৌরাশিস। কদিন আগেও ভিভিএস লক্ষ্মণের ডাকে বোর্ড টুর্নামেন্টে কোচের দায়িত্ব পালন করে এসেছেন। তিনি মনে করেন দুটো কাজ সামলাতে অসুবিধা হবে না। নতুন এই ভূমিকাও একটা চ্যালেঞ্জ। আর এতে তিনি নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে বাংলার ক্রিকেটের সেবা করতে চান।

আইএফএ সভাপতির ইস্তফা

প্রতিবেদন : সামনেই আইএফএ নির্বাচন। পুজোর পরেই ভোটের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে। তার আগেই আচমকা আইএফএ সভাপতির পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার আইএফএ-র অধীনে থাকা সব সংস্থার সদস্যদের উদ্দেশে লেখা পদত্যাগপত্র সচিবের কাছে পাঠিয়েছেন তিনি। নতুন জাতীয় স্পোর্টস কোড অনুযায়ী, সত্তরোর্ধ্ব কেউ আইএফএ-র প্রশাসনিক পদে থাকতে পারবেন না। সেই কারণেই তাঁর পদত্যাগ।

ময়দানে কালীঘাট মিলন সংঘের সাধারণ সদস্য হিসাবে ময়দানে পা রাখা ময়দানের 'ষষ্ঠীদা' কয়েক বছর আগেই দীর্ঘ পথ পেরিয়ে আইএফএ সভাপতি হয়েছিলেন। পদত্যাগপত্রে তিনি লিখেছেন, আমি সভাপতির দায়িত্বে থেকে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছি। কিন্তু নিয়মের বিষয়টি জানার পরই নির্বাচনের আগে দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। নতুন প্রজন্মের প্রশাসকরা বাংলার ফুটবলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজটা সফলভাবে করবেন বলেই মনে করি।

কলকাতা লিগের খেতাবি লড়াইয়ের শেষ ম্যাচগুলি হবে শনিবার। লিগের ফয়সালা সে দিন। তার ঠিক দু'দিন আগে আইএফএ সভাপতির পদত্যাগ নিয়ে চর্চা ময়দানে।

সিওলের মন্থর কোর্ট নিয়ে চিন্তায় নাগালরা

সিওল, ১৭ সেপ্টেম্বর : ডেভিস কাপের রাউন্ড টু কোয়ালিফায়ার ম্যাচে ভারত শুক্রবার দক্ষিণ কোরিয়ার মুখোমুখি হচ্ছে। এমনিতে ভারত এখন আর টেনিসের শীর্ষ দলগুলির মধ্যে পড়ে না। তবু ডেভিস কাপের এলিট গ্রুপের লড়াইয়ে রয়েছে। ২০১১-তে ১৬ দলের এলিট গ্রুপে জায়গা পেয়েছিল ভারত।

সিওলে কাজটা এবার খুব কঠিন। এলিট গ্রুপে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ইতালি-সহ শক্তিশালী দল রয়েছে। দেশের এক নম্বর টেনিস প্লেয়ার সুমিত নাগাল বলেছেন, দেশের হয়ে খেলা সবসময় মোটিভেশন। তবে এবার লড়াই বেশ কঠিন। কিন্তু ২০২৬-এ ভারত সুইজারল্যান্ডকে ৩-১ ও নেদারল্যান্ডসকে ৩-২ ফলে হারিয়েছে। তবে এই দুটো দল তাদের সেরা প্লেয়ারদের পায়নি।

ভারত বনাম দক্ষিণ কোরিয়া

এখানে ১৯ আর ১৬-র লড়াই। এটাই দুটো দলের বর্তমান অবস্থান।

ওয়ার্ল্ড গ্রুপে মহাশক্তিধর স্পেন, ফ্রান্স, আমেরিকা, জার্মানির সঙ্গে আছে ভারত, কোরিয়া, ইকুয়েডরের মতো কম শক্তিশালী দল। কোরিয়ার হিউং চান ৩০ নম্বর। তিনি সম্প্রতি নোভাক জকোভিচকে হারিয়েছেন। সুমিত বলেছেন, ওরা এটিপি পর্যায়ে ভাল খেলছে। চান অভিজ্ঞ। আর সুনু কোন ভাল বেসলাইন প্লেয়ার। ভারতের ট্রাম্প কার্ড এবার বিগ সার্ভার ২৬ বছরের দক্ষিণেশ্বর সুরেশ। তিনি নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে সিঙ্গলস ও ডাবলস ম্যাচ জিতেছিলেন।

সিওলের কোর্ট একটু স্লো। ভারতীয় দলের বিগ সার্ভার তাতে একটু চিন্তিত। তবে দক্ষিণেশ্বর বলেছেন, তিনি তাড়াহুড়ো না করে ধৈর্য রাখবেন। শুধু কোরিয়ার পরিবেশ যেহেতু আলাদা তাই মানিয়ে নিতে হবে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ব্যক্তিগত দক্ষতা নয়, দল হিসাবে ভাল খেলাই লক্ষ্য আমাদের। এশিয়াডের আগে বললেন হকি কোচ ক্রেগ ফুলটন

মাঠে ময়দানে

18 September, 2026 • Friday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬
শুক্রবার

বার্সার সাত গোলে রাফিনহার হ্যাটট্রিক

বার্সেলোনা, ১৭ সেপ্টেম্বর : চলতি মরশুমে অপ্রতিরোধ্য দেখাচ্ছে বার্সেলোনাকে। বিধ্বংসী ফুটবল খেলে শুধু জিতেই চলেছে, গোলও করছে ভূরি ভূরি। দাপুটে খেলোয়াড়দের নিয়ে ম্যানেজার হান্সি ফ্লিক এমন এক সম্মিলিত 'গোল মেশিন' বানিয়েছেন, যেটা আসলে প্রতিপক্ষের জন্য ভয়ঙ্কর, কিন্তু দর্শকদের জন্য মনমুগ্ধকর।

ক্যাম্প ন্যুতে বুধ-রাতে যে ধ্বংসাত্মক এবং একইসঙ্গে সৌন্দর্যের ফুটবল খেলল বার্সেলোনা, তাতে প্রতিপক্ষ রেসিং সান্তেদর হজম করেছে সাত-সাতটি গোল। দুই অর্ধ মিলিয়ে রেসিং দিতে পেরেছে মাত্র দু'টি গোল। তারা হেরেছে ২-৭ গোলে। বার্সার হয়ে ফের হ্যাটট্রিক ব্রাজিলীয় তারকা রাফিনহার। চোখধাঁধানো একটি গোল জোয়াও কনসেলোর। চলতি মরশুমে সব মিলিয়ে সাত ম্যাচে সাতটিতেই জিতে নতুন নজিরও গড়েছে ফ্লিকের বার্সেলোনা, যা এর আগে হয়নি। লা লিগায় নিজেদের প্রথম ছয় ম্যাচেই কাতালান ক্লাবটি করেছে ২৮ গোল—এমন গোল উৎসবও আগে দেখা যায়নি। লিগে ৬ ম্যাচে সবকটি জিতে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে বার্সা।

৮ মিনিটে গোল উৎসবের শুরুটা করেন কনসেলো। প্রায় ২২ গজ দূর থেকে চোখধাঁধানো গোল করেন তিনি। যার কোনও জবাব ছিল না প্রতিপক্ষ গোলকিপারের কাছে। ২৫ মিনিটে পেনাল্টি থেকে ব্যবধান বাড়ান রাফিনহা। তাঁর বাকি দু'টি গোল আসে যথাক্রমে ৪২ ও ৬৭ মিনিটে। গোল উৎসবে নাম লিখিয়েছেন গ্যাব্রিয়েল জেসুস ও লামিনে ইয়ামাল। মাঝে ৩৬ মিনিটে আত্মঘাতী গোল করে বসেন আসিয়ের ভিলালিবরে।

লা লিগায় ফের হ্যাটট্রিক করে রাফিনহার উচ্ছ্বাস।

রাফিনহার চলতি মরশুমে গোলসংখ্যা ১১। এর মধ্যে লা লিগায় করেছেন ৯ গোল। জয়ের পর তিনি বলেন, আমরা দল হিসেবে এখন অনেক বেশি ঐক্যবদ্ধ।

ক্লপের চমক, জার্মানির জোড়া দল

মিউনিখ, ১৭ সেপ্টেম্বর : জার্মানির কোচ হিসেবে প্রথমবার দল ঘোষণা করেই চমকে দিলেন জুরগেন ক্লপ। আসন্ন উয়েফা নেশনস লিগের চারটি ম্যাচের জন্য একসঙ্গে দু'টি স্কোয়াড ঘোষণা করেছেন তিনি। মোট ৪৪ জন খেলোয়াড়কে দু'টি দলে ভাগ প্রতিটি স্কোয়াড রাখা হয়েছে দু'টি করে ম্যাচের জন্য। জাতীয় দল নির্বাচনের প্রচলিত ধারা থেকে বেরিয়ে ক্লপের এই সিদ্ধান্তে সুযোগ পাচ্ছেন একাধিক নতুন মুখ। খেলোয়াড়দের উপর চাপ কমানো এবং বেশি সংখ্যক খেলোয়াড়কে দেখার সুযোগ তৈরি করতেই এমন সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছেন জার্মানির নতুন কোচ। ক্লপের অধীনে জার্মানি নেশনস লিগে প্রথম ম্যাচ খেলবে নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর। ম্যাচটি হবে ডাচদের ঘরের মাঠ আমস্টারডামে। এরপর ২৭ সেপ্টেম্বর গ্রিসের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে খেলবে জার্মানি। দ্বিতীয় স্কোয়াড নিয়ে ক্লপ বাকি দু'টি নেশনস লিগের ম্যাচ খেলবেন সার্বিয়া এবং গ্রিসের বিরুদ্ধে। সার্বিয়ার বিরুদ্ধে জামাল মুসিয়ালারা খেলবেন ১ অক্টোবর এবং গ্রিসের বিরুদ্ধে ফিরতি ম্যাচ জার্মানি খেলবে ৪ অক্টোবর। স্কোয়াড ঘোষণা করে ক্লপ বলেছেন, আমরা কোনও 'এ' বা 'বি' দল তৈরি করিনি। চারটি ম্যাচই জিততে চাই।

অবাক হার অর্জুনের

সমরকন্দ, ১৭ সেপ্টেম্বর : দাবা অলিম্পিয়াডে থাইল্যান্ডকে ৩-১ ব্যবধানে হারিয়ে ভারতীয় পুরুষ দল অভিযান শুরু করল। তবে এলো রেটিংয়ে অনেক এগিয়ে থাকা ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার অর্জুন এরিগাইসি অপ্রত্যাশিতভাবে হেরে গেলেন থাইল্যান্ডের ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার প্রিন লাওহাওয়িরাপাপের কাছে। থাই আইএম অঘটন ঘটালেন ২৭৫৯ রেটিংয়ের অর্জুনকে হারিয়ে। ভারতের মহিলা দল যাত্রা শুরু করল ডমিনিকান প্রজাতন্ত্রকে ৪-০ ব্যবধানে হারিয়ে। প্রথম রাউন্ডে কম রেটিংয়ের প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধে সহজ জয় পেয়েছেন ডি গুকেশ, নিহাল সারিন ও বিদিত গুজরাটি।

বিদায় ম্যান ইউয়ের, দায় নিলেন ক্যারিক

হেরে বিমর্ষ ইউনাইটেডের ফুটবলাররা।

ম্যাঞ্চেস্টার, ১৭ সেপ্টেম্বর : চলতি বছরের জানুয়ারিতে অন্তর্বর্তীকালীন কোচের দায়িত্ব নিয়ে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ফিরিয়েছিলেন মাইকেল ক্যারিক। পুরস্কার হিসেবে তাঁর সঙ্গে ২০২৮ পর্যন্ত চুক্তি করে ম্যান ইউ। কিন্তু চলতি মরশুমে সেই পুরনো রোগে আক্রান্ত ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের ক্লাবটি।

কারাবাও কাপ

প্রিমিয়ার লিগে খারাপ শুরুর পর ঘরের মাঠে ব্রাইটনের বিরুদ্ধে দু'গোলে এগিয়ে থেকেও ২-৩ ব্যবধানে হেরে কারাবাও কাপ থেকে বিদায় নিল ম্যান ইউ।

বুধ-রাতের এই হারই ইউনাইটেড সমর্থকদের সবচেয়ে বেশি কষ্ট দেবে। ৫০ বছরের মধ্যে এই প্রথম ঘরের মাঠে কোনও ম্যাচে দু'গোলে এগিয়ে থেকেও শেষ পর্যন্ত হারের তিক্ত স্বাদ পেতে হল ইউনাইটেডকে। ১৯৭৬ সালে এই সেপ্টেম্বরেই লিগে টটেনহ্যামের বিরুদ্ধে ২-০ এগিয়ে থেকে হারতে হয়েছিল ম্যান ইউকে। সেই ম্যাচেও হারের ব্যবধান ছিল ২-৩।

ব্রাইটন অর্ধশতাব্দী আগের সেই তিক্ত স্মৃতিই ফিরিয়ে আনল ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে।

ম্যাঞ্চেস্টার ডার্বিতে হারের ক্ষত এখনও শুকায়নি। তারপর এমন হারে রুষ্ট সমর্থকেরা। ম্যাচ হারের পর গ্যালারি থেকে বিদ্রুপও উড়ে এল দিয়েগো দালোত, ব্রুনো, কুনহাদের উদ্দেশ্যে। হারের দায় নিজের কাঁধে নিয়ে ম্যান ইউ কোচ ক্যারিক বলেছেন, দায় সম্পূর্ণ আমার। বিশেষ করে দ্বিতীয়ার্ধের শেষ দিকে দলের পারফরম্যান্সের দায় আমি নিচ্ছি।

শততম গোল মেসির, মায়ামিকে ট্রফিও দিলেন

মায়ামি, ১৭ সেপ্টেম্বর : ৩৯ বছর বয়সেও লিয়োনেল আন্দ্রেস মেসি নিজের রেকর্ড বই নতুন করে লিখছেন। ১০০ গোল, ৪৮ ট্রফি এবং লিয়োর ছোঁয়ায় আমূল বদলে যাওয়া ইন্টার মায়ামি। মাস দুয়েক আগেই বিশ্বকাপ ফাইনালে হারতে হয়েছে। দেশের হয়ে পরপর দু'বার বিশ্বকাপ জেতার স্বপ্ন ভেঙেছে। সেই ধাক্কা কাটিয়ে উঠে নিজের ক্লাব ইন্টার মায়ামিকে আরও এক ট্রফি দিলেন মেসি।

মেক্সিকোর ক্লাব ক্রুজ আজুলকে হারিয়ে কাম্পেয়োনেস কাপ জিতল মেসির মায়ামি। ২-০ গোলে জিতে চ্যাম্পিয়ন হল এমএলএসের ক্লাব। মেসির কেরিয়ারে যোগ হল নতুন আর একটি মাইলফলক। ইন্টার মায়ামির জার্সিতে পেয়ে গেলেন তাঁর শততম গোল। ক্রুজের বিরুদ্ধে গোলটি বাঁ-পায়ের সেই চেনা জাদুতে নয়, এসেছে হেডে। পরে কাসেমিরোকে দিয়ে একটি গোলও করিয়েছেন।

ইন্টার মায়ামিকে আরও এক ট্রফি জেতালেন মেসি। শুক্রবার।

মেসির মাইলফলক ছোঁয়ার গোলটি এসেছে ২৪ মিনিটে। লুইস সুয়ারেজের নিখুঁত ক্রসে মার্কার এড়িয়ে লাফিয়ে হেডে গোল করে মায়ামিকে এগিয়ে দেন মেসি। যা ২০২৩ থেকে ইন্টার মায়ামির জার্সিতে ১১৫ ম্যাচে আর্জেন্টাইন কিংবদন্তির ১০০তম গোল। ৮১ মিনিটে ফের এলএম টেন ম্যাজিক। এবার তাঁর ঠিকানা লেখা পাস থেকে কাসেমিরো দলের দ্বিতীয় গোল করে জয় নিশ্চিত করে ফেলেন। এই জয়ের ফলে মেসি সই করার পর চারটি ট্রফি জিতল ইন্টার মায়ামি।

টেকবলে ব্যর্থ ছেলেরা

এশিয়াডে অব্যবস্থার শিকার ভারতীয় দল

দুর্ভোগ প্রতিযোগীদের।

নাগোয়া, ১৭ সেপ্টেম্বর : এশিয়ান গেমসে অব্যবস্থার শিকার ভারতীয় অ্যাথলিটরা। মাঠে লড়াই শুরুর আগেই আয়োজক শহরের প্রশাসনিক ও পরিকাঠামোগত ব্যর্থতা নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। দুর্ভোগে পড়ছেন প্রতিযোগীরা। সমস্যায় পড়তে হয়েছে ভারতের রোয়িং, শুটিং ও টেবল টেনিস দলকে। জাপানের নাগোয়ায় পৌঁছে ঘর পাওয়ার জন্য ৮ ঘণ্টার বেশি সময় অপেক্ষা করতে হল রোয়িং দলকে। এরপরেও একসঙ্গে ঘর পাওয়া যায়নি। অলিম্পিক বা এশিয়ান গেমসের চেনা রীতি ভেঙে এবার কোনও স্থায়ী 'গেমস ভিলেজ' তৈরি করা হয়নি। ঐতিহ্যবাহী গেমস ভিলেজের পরিবর্তে এবার প্রতিযোগীদের জন্য অস্থায়ী কন্টেনার, প্রমোদতরী, বিভিন্ন হোটেলের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। সেখানেও অপ্রতুল ঘর।

ভারতের শুটিং দলের প্রতিযোগীদের ঘর না পেয়ে দীর্ঘক্ষণ লবির সোফায় অপেক্ষা করতে হয়। ডেপুটি শেফ দ্য মিশন প্রাক্তন টেবল টেনিস তারকা শরথ কমলের উদ্যোগে ১৫টি ঘরের ব্যবস্থা করা হয়। রোয়িং দলের কয়েক জনের ঠাঁই হয়েছে হংকংয়ের তাঁবুতে। এমনকি খেলোয়াড়দের নিজের পকেট থেকে খাবারের খরচ দিতে হচ্ছে বলে অভিযোগ।

ভারতের বিরুদ্ধে অসাধারণ খেলার পুরস্কার হিসাবে আইসিসির অগাস্ট মাসের সেরা ক্রিকেটার হলেন সোনাল দিনুশা

ঝোড়ো সেঞ্চুরি অভিষেকের, সেই হোয়াইটওয়াশই হল আফগানিস্তান

এভাবেই আফগান বোলারদের শাসন করলেন অভিষেক। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে।

ভারত ২২১/৭ (২০ ওভার)
আফগানিস্তান ৯৪ (১৪.১ ওভার)

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর : হোম সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হল আফগানিস্তান। এমন নয় যে তারা এটা বাঁচাবে কেউ ভেবেছিল। কিন্তু রাজধানীতে তিন ম্যাচের একটিতেও ইব্রাহিম জাদরানরা লড়াই দিতে পারেননি। বৃহস্পতিবার শেষ টি-২০ ম্যাচে তাঁরা হারলেন ১২৭ রানে। এশিয়াডে প্রায় এই দল নিয়েই যাচ্ছেন শ্রেয়স আইয়ার। তার আগে মনোবল বাড়ানোর সিরিজ হল এটা।

১৬ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে আফগানিস্তান যে গাড্ডায় পড়েছিল সেটা থেকে তারা উঠতে পারেনি। এমন নয় যে তারা এই বোলিং সামলে ২২২ রান তুলে ফেলত বা সিরিজ ২-১ করে দিত। তবু ৩১/০ করে ফেলার মনে হচ্ছিল জাদরানের দল লড়ছে। কিন্তু গুরবাজকে (১৫) অক্ষর বোল্ড করে দেওয়ার পর লাইন দিয়ে ফিরলেন জাদরান (২৫), সিদিকুল্লাহ (১) ও দারউইশ রসোলি(০)। নুর উল রহমান (১১) যখন বিষ্ণোইকে উইকেট দিলেন, আফগানিস্তান ৭০/৫। শেষমেশ তাদের ইনিংস শেষ হয় ১৪.১ ওভারে ৯৪ রানে। নীতীশ এই ম্যাচেও ৩ উইকেট নিয়েছেন। তিন উইকেট বিষ্ণোইয়ের। দুই উইকেট অক্ষরের।

অভিষেক শর্মার দিনে বোলাররা সামনে দাঁড়াতে পারে না। বৃহস্পতিবার সেরকমই একটা দিন গেল দিল্লিতে। ৩৪ বলে ১০৮ রান করে গেলেন তিনি। এরমধ্যে সেঞ্চুরি ৩০ বলে। ৯টি চার ও ১১টি ছক্কা। পাওয়ার প্লে-তে ২২ বলে ৭৬ রান করেন বাঁহাতি ওপেনার। এটা রেকর্ড। পাওয়ার প্লে-তে এত রান কেউ করেনি। অভিষেকের সঙ্গে আগের ম্যাচের মেজাজেই ব্যাট করলেন সঞ্জু স্যামসন (৫০)। তবে হাফ সেঞ্চুরির পর রান এগিয়ে নিতে পারেননি। জুটিতে উঠেছে ৯.৫ ওভারে ১৪২।

কিন্তু ভারত যতই ২০ ওভারে ২২১ রান তুলুক, এশিয়াডের আগে মিডল অর্ডার চিন্তা বাড়াল। তিলক ভার্মা (২) আবার ব্যর্থ। শিবম দুবেও (১৪) রান পাননি। তারপর ঈশান কিশান ১০, নীতীশ কুমার রেড্ডি ১। শ্রেয়স যখন মনে হচ্ছিল রান করবেন, তখন ফিরে গেলেন ২৯ রানে। ভারত ৭৯ রানে ৬ উইকেট হারিয়েছে। গম্ভীরের জন্য এটা ওয়েক আপ কল। জয়ের আড়ালে ব্যর্থতা চাপা না পড়ে যায়।

টসে শ্রেয়স কী টিম বলেন সেদিকে তাকিয়ে ছিল সবাই। শোনা যাচ্ছিল বৈভবকে নিয়মরক্ষার এই ম্যাচে খেলানো হবে। কিন্তু হয়নি। শ্রেয়স একটাই চেঞ্জ বললেন। অর্শদীপ সিংকে বিশ্রাম দিয়ে আনা হল যশ ঠাকুরকে। তাঁর সাফ কথা, হালকা দেওয়ার ব্যাপার নেই। না, বৈভবকে নিয়ে তখন শব্দ খরচ করেননি অধিনায়ক।

কিন্তু শ্রেয়স আগে বলেছিলেন, যারা বাইরে আছে, প্র্যাকটিস করছে তাদের খেলানো হবে। বৈভবের নাম আসতে বাধ্য। ১৫ বছরের কিশোরকে আয়ারল্যান্ডে বসিয়ে রাখা হয়েছিল। এখানেও তাই। ২-০ হয়ে যাওয়া সিরিজে ৩-০ এত জরুরি যে বৈভবের কথা ভাবা গেল না। অবশ্য আগের ম্যাচে সঞ্জুর ওই ঝোড়ো হাফ সেঞ্চুরির পর বৈভবের জন্য জায়গা ছিল না।

দিল্লিতে স্পিনারদের সুবিধা হয়। আগের ম্যাচে সিমাররাও মুভমেন্ট পেয়েছেন। এটা সেরকমই উইকেট। যার সুবিধা পেলেন নীতীশ, বিষ্ণোইরা।

হরমনপ্রীতরা আজ জাপানের মুখোমুখি

এশিয়ান গেমস

হরমনের ব্যাটে রান চায় দল।

নাগোয়া, ১৭ সেপ্টেম্বর : এশিয়ান গেমস আনুষ্ঠানিকভাবে শুরুর একদিন আগেই শুক্রবার মেয়েদের ক্রিকেটে খেতাব ধরে রাখার লক্ষ্যে যাত্রা শুরু করছে হরমনপ্রীত কৌরের ভারত। ছেলেদের মতো হরমনপ্রীত, স্মৃতি মান্ধানারাও প্রথমবার জাপানের বিরুদ্ধে খেলতে নামছেন। সদ্য এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আত্মবিশ্বাস নিয়েই খেতাব রক্ষার লক্ষ্যে জাপান ম্যাচ দিয়ে অভিযান শুরু করছে ভারত। ব্যাটার হিসেবে অধিনায়ক হরমনপ্রীতের জন্য এশিয়া কাপ খুব একটা ভাল যায়নি। আগামী বছর আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আছে। তার আগে নিজের ছন্দ ফিরে পেতে এশিয়ান গেমসের মঞ্চ হরমনপ্রীতকে সাহায্য করতে পারে। ভারতের পুরুষ ও মহিলা দল সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে খেলবে এশিয়াডে। একটা হার টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে দেবে। তাই প্রতিপক্ষ দুর্বল জাপান হলেও তাদের সমীহ করছেন হরমনরা। কোচ অমল মুজুমদার জাপান রওনা হওয়ার আগে বলেছিলেন, নক আউট প্রতিযোগিতায় সব ম্যাচই ফাইনাল। নিজেদের সেরাটা দিতে হবে। এশিয়া কাপে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক শেফালি ভার্মা ও ছন্দে থাকা স্মৃতির ওপেনিং জুটি বড় ভরসা ভারতের। বোলিংয়ে দীপ্তি শর্মা ও শ্রী চরণীর ঘূর্ণিও যে কোনও ম্যাচে পার্থক্য গড়ে দিতে পারে।

বৃহস্পতিবার বৃষ্টির কারণে মাঠে না নেমেই সেমিফাইনালে উঠল বাংলাদেশ। তবে থাইল্যান্ডকে হারাতে কালঘাম ছুটল পাকিস্তানের মেয়েদের। বৃষ্টির কারণে বাংলাদেশ বনাম চিন ম্যাচের টসও করা যায়নি। বাংলাদেশ আইসিসি ক্রমতালিকায় উপরে থাকায় শেষ চারে জায়গা করে নেয়। জাপানকে হারালে সেমিফাইনালে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে খেলবে হরমনের ভারত।

সংকটে রিজওয়ান-ইমামের ভবিষ্যৎ।

কোর্টে রিজওয়ানের আবেদন খারিজ

লাহোর, ১৭ সেপ্টেম্বর : পাক ক্রিকেটে নতুন মোড়। তাঁর বিরুদ্ধে আনা সমনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে লাহোর হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন মহম্মদ রিজওয়ান। কিন্তু তাঁর আবেদন বিচারপতি খারিজ করে দিয়েছেন।

গত সপ্তাহে ন্যাশনাল সাইবার ক্রাইম এজেন্সির মুখোমুখি হয়েছিলেন এই উইকেটকিপার ব্যাটার। তাঁর মতোই এজেন্সির সমন পেয়েছিলেন ইমাম উল হকও। দুই ক্রিকেটারই এজেন্সির সামনে হাজির হয়েছিলেন। তাঁদের কয়েক পাতার প্রশ্নপত্র ধরিয়ে দিয়ে বলা হয়েছিল লিখিত উত্তর দিতে হবে। প্রাক্তন সহ অধিনায়ক রিজওয়ান যা নিয়ে আগেই একটি টিভি চ্যানেলে উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন।

রিজওয়ান অতঃপর ন্যাশনাল সাইবার ক্রাইম এজেন্সির সমনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে লাহোর হাইকোর্টে রিট পিটিশন জমা দিয়েছিলেন। ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে এজেন্সির উওর জমা দেওয়ার কথা ছিল। ইমাম জমা দিলেও রিজওয়ান এই সমনকেই পাল্টা চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন। গত সোমবার চ্যালেঞ্জ পিটিশন দাখিল করে এজেন্সির তাঁকে ডাকা নিয়ে যেমন প্রশ্ন তুলেছেন, তেমনই তদন্তের গতিবিধি নিয়েও বক্তব্য জানিয়েছেন তিনি। ওই প্রশ্নপত্রে ক্রিকেট-তথ্যের পাশাপাশি ট্র্যাভেল ও ফাইন্যান্সিয়াল সম্পর্কিত প্রশ্ন ছিল।

ইংল্যান্ড সফরের মাঝপথে যে সাত ক্রিকেটারকে পিসিবি ফিরিয়ে এনেছিল তার মধ্যে রিজওয়ান ও ইমাম ছিলেন। পিসিবি গত সপ্তাহে জানিয়েছিল মিডিয়া রিপোর্ট দেখে ইন্টারনাল ডিসিপ্লিনারি এনকোয়ারি করা হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার লাহোর হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি আলিয়া নিলম রিজওয়ানের পিটিশন নিয়ে দুই পক্ষের বক্তব্য শুনে তা খারিজ করে দিয়েছেন। রিজওয়ানের আইনজীবী কাজী ওমর আলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাঁর ক্লায়েন্ট যেন নোটিশের জবাব দেন। এখন যা পরিস্থিতি তাতে ন্যাশনাল সাইবার ক্রাইম এজেন্সির তদন্তে কী বেরিয়ে আসে তার উপর পিসিবির পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ভর করছে।